সহকারী ও ইবতেদায়ী মৌলভীর ভাইভা প্রস্তুতি

1. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর পূর্ণ নাম কী বল?

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর পূর্ণ নাম হলো-

ابوداؤد سليمابن اشعث بن اسحاق بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الاالازدع السجستانى-

2. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর পরিচয় বল।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর পরিচয়: তিনি 202 হিজরীতে পূর্ব ইরাকের সীমান্ত বা সিজিস্তান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য মিশর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক, খোরাসান, জাযিয়া ভ্রমণ করেন। সেখানে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের পাণ্ডিত্য লাভ করেন্ তার উস্তাদ ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আব্দুল ওয়ালিদ তাইয়ারিসি, উসমান ইবনে আবি শায়বা, মুসলিম ইবিনে ইবরাহিম, কুতায়বা ইবনে সাঈদ প্রমুখ।

ইন্তেকাল: তিনি 275 হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সামহিত করা হয়।

1. مصطلح الحديثমুস্তালাহুল হাদীস কী? এর আলোচ্য বিষয় কি?

مصطلح الحديث হচ্ছে, এমন কতগুলো মূলনীতি ও নিয়মনীতি সম্বলিত শাস্ত্র যদ্দারা হাদীস গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করণের বিবেচনায় বর্ণনাকরীদের ও মতন তথা হাদীসে ভাষ্যের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

مصطلح الحديث এর আলোচ্য বিষয়: مصطلح الحديث এর আলোচ্য বিষয় হলো রাবীদের সনদ ও মতন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হওয়ার বিচার বিবেচনা।

2. مكثرين فى الروايةতথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী কয়জন ও তাদের নাম কী কী?

مكثرين فى الرواية তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী 7জন। তাদের নাম:

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের নাম	হাদীস সংখ্যা	জন্ম হিজরী পূর্বে	মৃত্যু
ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر رضـ	5374	হি: 16 বছর পূর্বে	59 হি.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضـ	2630	হি: 10 বছর পূর্বে	73 হি.
انس بن مالك رضى الله عنه	2286	হি: 10 বছর পূর্বে	93 হি.
عائشة بنت ابى بكر الصديق رضـ	2210	হি: 09 বছর পূর্বে	58 হি.
عبد الله بن عباس رضى الله بعالى عنه	1660	হি: 03 বছর পূর্বে	68 হি.
جابربن عبد الله بن الانصارى رضـ	1540	হি: 06 বছর পূর্বে	78 হি.
ابو سعيد الخدرى رضى الله بعالى عنه	1170	হি: 12 বছর পূর্বে	84 হি.

3. সর্বশেষ ওফাত প্রাপ্ত সাহাবীর নাম কী? তিনি কখন ইন্তেকাল করেন?

সর্বশেষ ওফাত প্রাপ্ত সাহাবীর নাম আবু তোফায়েল আমেরী (রাযি.)। তিনি 101 হিজরীরে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

4. সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর স্তর কয়টি ও কি কি?

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) স্তর ১২ টি|

a. منقطعকাকে বলে?

منقطع এর সংজ্ঞা:

هوما سقط من سنده راو واحدفى موضع-

অর্থাৎ যে হাদীসের সন্দের কোন স্থান থেকে একজন রাবী বিলুপ্ত হয় তাকে منقطع বলে|

5. معضلকাকে বলে?

معضل এর সংজ্ঞা:

هوما سقط سنده راويان متواليان او اك ث ر

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদ থেকে দুবা ততোধিক রাব ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয় তকে বলে|

متصل কাকে বরে?

যে সকর হাদীসের রাবীর ধারাবাহিকতা বাদ পড়েনি, রাসূল (স.) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে متصل বলে|

مرسل কাকে বলে?

যে সকর হাদীসের রাবীর নাম বাদ পড়েছে| তাকে مر سل হাদীস বলে|

a. ضعيفকাকে বলে?

اما مر دودالاحادفهو ضعيف ما لم يجتمع فيه شروط الصحة والحسن ولم يقبله الائمة

অর্থাৎ আহাদ হাদীস সমূহের মধ্যে পরিত্যক্ত হাদীস সমূহের নাম যয়ীফ হাদীস| যতোক্ষণ পর্যন্ত হাদীসেটিতে সহীহ হাসান হাদীসের শর্তবলী জমায়েত না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তা যয়ীফ হাদীসের ইমামগণ তা গ্রহণ করেন নি|

হাদীসের রাবীকে কিংবা অন্য কোন দুর্বলতার দরুন অভিযুক্ত করা হয়, সে হাদীসকে যয়ীফ বলা হয়|

6. مسند কাকে বলে? مُسْنَدْ ও مُسْنِدً এর পার্থক্য কি?

সাহাবীদের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হাদীস গ্রন্থকে مسند বলে|

مُسْنِدْ ও مُسْنَدْ এর পার্থক্য হচ্ছে, مُسْنِدْ শব্দটি فاعل (কর্তা) এবং مُسْنَدٌ শব্দটি مفعول(কর্ম)| নিজ সনদে হাদীস অধ্যায়নকারীকে مسند বলে| আর ইত্তিসাল সনদে বর্ণিত হাদীসকে مسند বলে|

7. ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর পরিচয় বল| তিরমিযী শরীফে কতটি হাদীস আছে?

নাম: মুহাম্মদ,

উপনাম: আবু ঈসা,

নিসবতি নাম: তিরমিযী

পিতার নাম: ঈসা ইবনে সূরাত| তার নাম ও নসব হলো আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে তিরমিযী|

জন্ম: ইমাম তিরমিযী 209 হিজরী, 200-214-215 হিজরী সনে তিরমিযী শহরের বুগী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন|

তার উস্তাদ ছিলেন: ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, সিজিসতানী, মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না, ইবনে বাশশার প্রমুখ|

তার বিখ্যাত কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে| ব্যক্তি হিসাবে তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী লোক ছিলেন| তিনি গভীর রাত পর্যন্ত রাত জেগে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন| এমনকি জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্রন্দন করতেন| এ ক্রন্দনের কারণে শেষ বয়সে এস তার দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়| অধিকাংশের মতে তিনি ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী ছিলেন|

ইন্তেকাল: প্রসিদ্ধ মতে, ইমাম তিরমিযী 279 হিজরীর 13ই রজন তিরমিযী শহরে 70 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন|

8. جا مع ترمذى কিতাবে কতটি বাব আছে? এ সম্পর্কে কিছু বল|

তার কিতাব جا مع ترمذى তে 46 টি বাব, 2144 অধ্যায় আছে, মোট হাদীস সংখ্যা 3812 টি|

9. شما ئل الترمذى (শামায়েলে তিরমিযী) কি? এ সম্পর্কে কিছু বল|

শামায়েলে তিরমিযীতে রাসূল (স.) এর কেশ মোবারক, দৈহিক গড়ন, তিনি যে ধরনের খেযাব ব্যবহার করতেন, খাদ্যভাস, ব্যক্তিগত খুটিনাটি ও পারিবারিক পরিচিতি উপস্থাপিত হয়েছে| যথা:-

রাসূল (স.) এর সাদা কেশ দেখা যেতো মোবারক প্রায় 20টি|

রাসূল (স.) এর সাদা কেশ মোবারক এ মেহেদী দিযে লাল রঙ করতেন|

রাসূল (স.) এর কাধের মাঝখানে লাল বর্ণের নবুয়াতের মোহর ছিল|

তিনি সাদ রঙের পোশাক বেশী পছন্দ করতেন|

খাদ্য হিসাবে বকরির কাধের গোশত, কদু ও সিরকা|

পরিবার বলতে সহধর্মিনী এবং কন্যা ফাতেমা (রাযি.), জামাতা আলী (রাযি.) দৌহিত্র হাসান- হোসাইন (রাযি.)|

10. রাসূল (স.) এর কতোজন স্ত্রী ছিল? ইহরাম অবস্থায় তিনি কাকে বিবাহ করেন?

রাসূল (স.) এর সর্বমোট 13 জন স্ত্রী ছিলেন| তবে কোন সময একই সঙ্গে চারজনের বেশী ছিল না| সেগুলির মধ্যে থেকে কম বয়সী ছিলেন হযরত আয়েশা (রাযি.) যথা:

ক. কুরাইশ বংশের 6 জন যথা:-

1. হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাযি.);
2. হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাযি.);
3. হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাযি.);
4. হযরত উম্মে হাবিবা (রাযি.);
5. হযরত উম্মে সালমা (রাযি.);
6. হযরত সাওদা (রাযি.);

খ. কুরাইশ বংশের বাইরে চারজন যথা:-

1. হযরত জয়নব (রাযি.);
2. হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রাযি.);
3. হযরত জয়নব বিনতে কূযাইমা (রাযি.);
4. হযরত মারিয়া (রাযি.);

গ. ইহুদী গোত্রের দুই জন যথা:-

1. হযরত সুফিয়া (রাযি.)
2. হযরত মারিয়া (রাযি.)

রাসূল (স.) ইহরাম অবস্থায় হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রাযি.) কে বিবাহ করেন।

11. রাসূল (স.) এর সন্তান সন্ততি কতজন?

রাসূল (স.) এর সন্তান-সন্ততি ৪ জন ছিলেন।

ছেলেরা হলেন চার জন যথা:-

1. ইবরাহীম;
2. কাসেম;
3. তাহের;
4. তৈয়ব;

মেয়েরা হলেন চার জন যথা:-

1. কুলসুম;
2. ফাতিমা;
3. রোকাইয়া;
4. যয়নব;

মাওলানা শাহজালাল

ফাতিমা (রাযি.) ছাড়া কারো বংশধর হয়নি।

12. অযুর ফরয কয়টি ও কি কি?

অযুর ফরয চারটি যথা:-

1. সমস্ত মুখ ধোয়া;
2. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া;
3. মাথা মাসেহ করা;
4. দুই পায়ের টাকনুসহ ধোয়া।

13. অযুর সুন্নত কয়টি ও কি কি?

অযুর সুন্নত ১২টি যথা:-

1. নিয়ত করা;
2. বিসমিল্লাহ…….. বলে শুরু করা;
3. দুই হাতের কব্জিসহ ধোয়া;
4. মিসওয়াত করা;
5. কুলি করা;
6. নাকে পানি দেয়া;
7. সমস্ত মাথা মাসেহ করা;
8. হাত পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা;
9. ঘন দাড়ি খেলাল করা;
10. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া;
11. দুই কান মাসেহ করা;
12. (মতান্তরে) গরদান মাসেহ করা;

14. অযু ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কী কী?

অযু ভঙ্গের কারণ ৭টি যথা:-

1. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া;
2. মুখ ভর্তি বমি করা;
3. শরীরের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পুজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া;
4. থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া;
5. চিৎ বা কাত হয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া;

মাওলানা শাহজালাল

6. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া;
7. নামাযের মধ্যে উচ্চ স্বরে হাসলে অযু ভঙ্গ হয়;

15. গোসল কয় প্রকার ও কী কী?

গোসল এর প্রকারভেদ : গোসল চার প্রকার যথা:-

1. ফরয গোসল;
2. সুন্নাত গোসল;
3. মুস্তাহাব গোসল;
4. মুবাহ গোসল;

1. **ফরয গোসল:** বীর্যপাত ঘটিত বা হায়েজ নেফাস থেকে পবিত্র হবার জন্য।
2. **সুন্নাত গোসর:** জুমার দিন, দুই ঈদের সালাতের পূর্বে গোসল করা, ওমরার ইহরাম বাধার জন্যে অথবা হজ্জ আদাইকারীদের জন্য আরাফার দিন দ্বিপ্রহরের গোসল করা সুন্নাত।
3. **মুস্তাহাব গোসল:** ইসলাম গ্রহণের জন্য, ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া আলামত দেখা দিলে গোসল করা, মুযদালিফায় অবস্থানের গোসল, লাইলাতুল কদরের রাতে বা সন্ধ্যার পর গোসল করা, তওবার সালাতের জন্য, মদীনা শরীফে প্রেবেশকালে, তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য, ইস্তিস্কা সালাতের জন্য।
4. **মুবাহ গোসল:** গরমে শরীকিক শস্তি লাভের জন্য, ধুলাবালি লাগলে অথবা নতুন পোষাক পরিদানের পূর্বে গোসল করা।

16. গোসের ফরয কয়টি ও কী কী?

গোসলের ফরয ৩টি। যথা:-

1. কুলি করা।
2. নাকে পানি দেওয়া।
3. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

17. তায়াম্মুম অর্থ কি? এর ফরয কয়টি ও কী কী?

তায়াম্মুম অর্থ- ইচ্ছা করা, প্রচেষ্টা করা। তায়াম্মুম ফরয ৩টি যথা:-

1. নিয়ত করা।
2. সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা।
3. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

18. সালাতের আহকাম কয়টি ও কী কী?

আহকাম : সালাতের আহকাম ৭টি যথা:-

1. শরীর পাক।
2. কাপড় পাক।
3. জায়গা পাক।
4. সতর ঢাকা।
5. কিবলামুখী হওয়া।
6. ওয়াক্ত মতো নামায আদায় করা।
7. সালাতের নিয়ত করা।

19. সালাতের আরকান কয়টি ও কী কী?

আরকান: সালাতের আরকান ৬টি। যথা:-

1. তাকবীরে তাহরীমা বলা।
2. দাড়িয়ে নামায পড়া।
3. কিরাত পড়া।
4. রুকু করা।
5. সিজদা বৈঠক করা।
6. শেষ বৈঠক করা।

20. সালাতের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

সালাতের ওয়াজিব ১৪ টি। যথা:-

1. সূরা ফাতিহা পড়া।
2. অন্য আরেকটি সুরা বা সুরার কিছু অংশ পড়া।
3. রুকু সিজদায় দেরি করা।
4. রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়ানো।
5. তিন বা চার রাকয়াত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক করা।
6. তাশাহহুদ পড়া।

মাওলানা শাহজালাল

7. ইমামকে ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে উচ্চ স্বরে জোহর ও আসর নামাযে মনে মনে কিরাত পড়া।
8. বিতরের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া।
9. দুই ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাকবীর বলা।
10. নামযের ফরয গুলোর তারতীব ঠিক রাখা।
11. নামাযের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।
12. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করা;
13. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
14. আস সালামু আলাইকুম বলে নামায শেষ করা।

21. সালাতের সুন্নাত কয়টি ও কী কী?

নামাযের সুন্নাত ১২টি যথা:-

1. দুই হাত উঠানো।
2. দুই হাত বাধা।
3. সানা পড়া।
4. আউযুবিল্লাহ পড়া।
5. বিসমিল্লাহ পড়া।
6. সুরা ফাতিহার পর বলা।
7. প্রত্যেক উঠা বসায় বলা।
8. রুকুর তাসবীহ পড়া।
9. রুকু হতে উঠবার সময় বলা।
10. সিজদার তাসবীহ পড়া।
11. দুরূদ শরীফ পড়া।
12. দোয়া মাছুরা পড়া।

22. সালাত ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কী কী?

সালাত ভঙ্গের কারণ ১৯টি। যথা:-

মাওলানা শাহজালাল

1. সালাতে কিরাত অশুদ্ধ পড়া।
2. সালামের মধ্যে কথা বলা।
3. সালাম দেয়া।
4. সালামের উত্তর দেওয়া।
5. উহ! আহ! শব্দ করা।
6. বিনা ওযরে কাশি দেয়া।
7. আমলে কাছীর করা।
8. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করে কাদ।
9. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে রাখা।
10. মুক্তাদী ব্যতীত অপর লোকের লুকমা দেয়া।
11. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।
12. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
13. কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া।
14. নামাযে শব্দ করে হাসা
15. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
16. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।
17. হাচির উত্তর দেয়া।
18. সালাতে খাওয়া ও পান করা।
19. ইমামের সামনে মুক্তাদী দাড়ানো।

23. ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ.) এর সংক্ষেপে জীবনী বল।

আসল নাম: মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ।

নাম: মুহাম্মদ

উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ, নিসবতি: আর রাবয়ী, আল কাযবিনী।

পিতার নাম: ইয়াজিদ্ বংশ পরম্পরা তথা নাম ও নবসহ হলো-

মাওলানা শাহজালাল

ابو عبد الله محمد بن يزيد عبد الله ابن ماجه الربعى القزوينى-

পিতা ইয়াযিদের উপাধি ছিল মাজাহ। তাই তিনি ইবনে মাজাহ হিসাবে খ্যাতি পরিচিতি করেন।

পূর্ণ নাম: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনেস ইয়াযিদ ইবনে মাযাহ।

জন্ম: ইমাম ইবনে মাজাহ 209 হিজরী, মোতাবেক 824 খ্রিস্টাব্দে ইরাকের আযম অথবা উত্তর পশ্চিমে কাযবীন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনে আরব, বসরা, কফা, ইরাক, হিজাজ, মিসর, সিরিয়া সহ অন্যান্য দেশে তিনি হাদীস চর্চার পন্ডিত্যের অর্জনের জন্য 230 হিজরী হতে সফর করেন। তার সাথে ইমাম মালিক (রহ.) হতে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

তার উস্তাদগণ: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে, আর মুসায়েব আহমদ ইবনে আবি বুকরা, আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী, আবু আব্দুর বহমান সালমা ইবনে শাবিব, আব্বাস আনসারী প্রমুখ।

তার ছাত্র: আহমদ ইবনে ইবরাহীম, আলী ইবনে সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনে সিবওয়াইহ, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ, আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে সালামা আল কাত্তান, সুলাইমান ইবনে ইয়াযিদসহ অসংখ্য শিক্ষানুরাগী ছিলেন।

তার বিখ্যাত কিতাব:

1. السنن
2. كتاب التار يخ
3. سنن ابن ماخة অন্যতম

24. ইমাম ইবনে মাজাহর (রহ.) কিতাব سنن ابن ماجة তে কতটি পরিচ্ছেদ আছে?

ইমাম ইবনে মাজাহর (রহ.) سنن ابن ماجة তে 32 টি পরিচ্ছে, 1500 টি অধ্যায় আছে। মোট হাদীস 4341 টি স্থান লাভ করেছে। তন্মধ্যে 3002 টি হাদীস অবশিষ্ট পাচটি সহীহ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। 1339টি হাদীস তার নিজস্ব সংগ্রহ।

25. ইবনে মাজাহ (রহ.) এর শর্তাবলী কী কী?

ইবনে মাজাহ (রহ.) এর শর্তাবলী:

1. ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবু দাইদ ও নাসায়ী যে সব হাদীস গ্রহণ করেছেন তার নিকট গ্রহণীয়।
2. বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলেমগণ যে সব হাদীস আমল করেন তাও গ্রহণযোগ্য।
3. যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা করার পর যেসব হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে সেসব হাদীস গ্রহণীয়।

26. শারহু মায়ানির আছার এর রচয়িতা কে? সংক্ষেপে তার পরিচয় বল।

شرح معانى الاثار এর রচয়িতা হলেন ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রহ.)।

প্রকৃত নাম: আহমদ।

উপনাম: আবু জাফর,

নিসবতী নাম: তাহাভী আযদী|

পিতার নাম| মুহাম্মদ|

বংশ পরম্পরা হচ্ছে: ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلمه ابن سلمة

ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালমা|

জন্ম: তিনি 239 হিজরীতে, মিশরে তাহা নগরীতে জন্ম লাভ করেন| তার বিখ্যাত রচনাবলী

1. شرح معا نى الا ثار
2. احكامـ القران
3. اختلاف العلماء
4. مشكل الاثار

তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন| তিনি 321 হিজরী সনে 92 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন|

1. شرح معا نى الا ثار কিতাবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর|

شرح معا نى الا ثار কিতাবের বৈশিষ্ট্য:

1. ত্বাহাবী শরীফে এমন কতগুলি হাদীস আছে, যা অন্যান্য কিতাবে নেই|
2. একই হাদীসকে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা|
3. সাহাবী ও তাবেয়ীদের আছার, ফিকহবদিদের উক্তি, ইমামদের জারাহ ও তাদীলের বর্ণনা্
4. হানাফি মযহাবের অনুসারীদের দলিল উপস্থাপন|

27. কাবা শরীফের প্রথম নির্মাতা কে? কাবা শরীফ মোট কতবার নির্মিত হয়েছিল?

কাবা শরীফের প্রথম নির্মাতা ফেরেশতাগণ| মোট দুইবার নির্মিত হয় এবং নয় বার সংস্কার হয়|

28. হযরত আদম (আ.) কে কেন আদম বলা হয়?

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন ان مـ اس ادمـ ل ان خ ل ق مـ ن অর্থাৎ, তাকে মাটির উপরিভাগ হতে সৃষ্টি করার কারণে আদমকে আদম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে|

ইবরানিতে আদম শব্দটির অর্থ মাটি| আদমকে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা| বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তার নাম আদম প্রদান করা হয়েছে|

29. সূহ (আ.) এর স্ত্রীর নাম কি? তাদের কয়জন সন্তান ছিল?

নূহ (আ.) এর স্ত্রীর নাম নায়লা্ তাদের 5 জন সন্তান ছিল|

প্লাবন পূর্বে 5জন সন্তান

1. সাম
2. হাম
3. ইয়াফেস
4. কিনান
5. আবির

প্লাবন পরবর্তী তিন সন্তান জীবিত ছিল|

1. সাম
2. হাম
3. ইয়াফেস

30. ইমরান এর স্ত্রীর নাম কি?

ইমরান এর স্ত্রীর নাম بنت فا خوذ বিনতে ফাকুয|

31. ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ও দিল্লীর প্রথম মুহাদ্দীস কে?

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (রহ.) (958-1052 হি.)|

পূর্ণ নাম: শায়খ আব্দুল হক ইবনে সাইফুদ্দীন মুহাদ্দীসে দেহলভী (রহ.)| তিনি 958 হিজরীতে ভারতের দিল্লিতে জন্ম লাভ করেন্ প্রাথমিকভাবে আরবী, ফার্সি, উর্দু ভাষা শেখার পর 996 হিজরীতে হাদিস শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন| সেঅকনে ওস্তাদ আব্দুল ওহাব মুত্তকীর কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন| তার কাছেই সিহাহ সিত্তাহর উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন|

কর্মজীবনে তিনি দিল্লিতে ফিরে সমগ্র ভারতবর্ষে হাদীস বিষয়ে চর্চা, প্রচার ও শিক্ষাদান শুরু করেন| তিনি 1052 হিজরীতে ইন্তেকাল করেন|

তার মতে, সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া ও মুয়াত্তা মালেক, দারেমীসহ মোট আটখানা হাদীস সহিহ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন|

32. ইমাম বুখারী (রহ.) এর নাম কি? তার জীবনী বল| তিনি কত বছর বয়সে হাদীস চর্চা শুরু করেন?

নাম: ইমাম বুখারী (রহ.) এর নাম ابو عبد الله محمد ابن اسما عيل بجارى (ر ح)

পিতার নাম: ইসমাঈল, দাদার নাম ইবরাহীম্ তিনি 194 হিজরী 13 ই শাওয়াল মোতাবেক 810 খ্রিস্টাব্দে 12 জুলাই জামাবাদ বর্তমান রাশিয়ার খোরাসান প্রদেশে বুখারা নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন|

শৈশবে তিনি পিতৃহারা হন। বড় ভাই আহমদসহ তার স্নেহাময়ী মাতার তত্বাবধানে লালিত পালিত হন। ছোট বেলায় তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন। মায়ের দোয়ায় আল্লাহর সাহায্যে দৃষ্টি ফিরে পান। মাত্র 6 বছর বয়সে পরিত্র কুরআন হিফজ করেন। এর পর 11 বছর বয়সে হাদীসের জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন।

তিনি মাত্র 16 বছর বয়সে মক্কায় গমন করেন। সে সময তিনি 6 লাক্ষ হাদীস কণ্ঠস্থ করেন।

হাদীস সংকলনে তার অবদান: তিনি একদা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মহানবী (স.) এর পবিত্র শরীর মুবারকত হতে পাখা দিয়ে মশা মাছি তাড়াচ্ছেন। এ স্বপ্নের তাবির সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন যে, রাসূল (স.) এর হাদীস গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

তার উস্তাদের সংখ্যা 1800 জন। তন্মধ্যে হুমাইদী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হি, ইবরাহীম ইবনে মানযার, মাক্কী ইবনে ইবরাহীম, ইবরাহীম ইবনে হামযা, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, আদ দাখেলী (রহ.) প্রমুখ।

তার ছাত্র সংখ্যা 90,000 (নব্বই হাজার)। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে হুয়ায়ফা, আবু যোররা আবু হাতেম, আবু ইসহাক, সালেহ ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) প্রমুখ।

শিক্ষা দান: তিনি 56 বছর বয়সে নিশাপুরে হাদীস শিক্ষা দান শুরু করেন। এতে লাখ লাখ লোক শিক্ষা লাভের ভক্ত হয়ে যান্ তাতে স্থানীয় আলিমরা ঈষান্বিত হয়ে উঠে। অত:পর তিনি নিশাপুর ত্যাগ করে স্বীয় জন্মভূমিতে হাদীসের আসেন। শাসনকর্তা খালিদ েইবনে আহমদও হাদীস শিক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন শাসনকর্তা তার রাজ প্রাসাদে এসে শিক্ষাদানের অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। যে কারণে তিনি শাসনকার্তার রোষানলে পড়েল। ফলে বুখারা ত্যাগ করে বাইকন্দু নামক স্থানে চলে যাণ।

মাতবাদ: কেউ বলে, তিনি শাপেয়ী মাযহাবের বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি নিজেই যেহেতু হাদীসে রাসূল এর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করেন।

ইন্তেকাল: 256 হিজরী পহেলা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

33. ইমাম মুসলিম (রহ.) সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তার ইন্তেকালের ঘটনা বল।

নাম: ইমাম মুসলিম,

উপনাম : আবুল হোসাইন,

উপাধি : আসকিনুদ্দীন

পিতার নাম : হাজ্জাজ : বংশধারা হলো

ابو ءال

জন্ম : ইমাম মুসলিম 202 মতান্তরে 204 অথবা 206 হিজরী সনে খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিশাপুরে জন্ম গ্রহন করেন।

কথিত আছে যে ইমাম শাফেয়ী যে দিন ইন্তেকাল করেন, সেদিন ইমাম মুসলিম জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন : তিনি মাত্র 12 বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে বড় বড় মুহদ্দিসগণের সান্নিধ্য লাভ করেন। এছাড়া তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য হেজাজ, ইরাক, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশ ভ্রমন করেন।

উস্তাদ : ইমাম মুসলিমের অসংখ্যা উস্তাদ ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম বুখারী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহি, ইমাম যাহরী, আবু গছছান, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ।

ছাত্র বৃন্দ : তার ছাত্রদের মধ্যে আবু ঈসা তিরমিযী, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান, ইবরাহীম ইবনে আবি তালিব, আহমদ ইবনে সালমা, আবু সায়েদ, আবু হাতেম রেজায়ী, মুসা ইবনে হারুন।

ইন্তেকাল : ইমাম মুসলিম 259 হিজরী, মতান্তরে 261 হিজরী 25 রজব রোববার সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেন।

কাকে বলে?

যে সকল হাদীস বর্ণনার সনদে ও মতেন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.) ঐক্যমত পৌছেন এবং তা সংকলন করেছেন তাকে বলে।

34. حديث হাদীস কত প্রকার ও কী কী?

প্রাখমিকভাবে হাদীস তিন প্রকার যথা:

1. قولى রাসুল (স.) এর কথা।
2. فعلى রাসুর (স.) এর আমল বা কাপ কর্ম।
3. تقر يرى রাসুল (স.) এর সম্মুখে কোন কথা, কাজ কর্ম করা হয়েছে তা তিনি নিষেধ করেননি তা সমর্থন।

35. ভারতবর্ষে কখন ইলমে হাদীসের চর্চা ও প্রচার লাভ করে?

হিজরী 9ম শতক থেকে।

36. হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতহিাসকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?

হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

1. **كتاب কিতাবাত** : প্রথম দিকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যখন হাদিস শুনতেন, তখন সে সে হাদিস ভিন্ন ভাবে লিখে রাখতেন, একেইكتاب বলে।
2. **তাদবীন বা তালীফ :** স্মরণ শক্তির মাধ্যমে অথবা অনুকরণের মাধ্যমে অথবা সংকলনের মাধ্যমে সংরক্ষণ।

3. **তাসনীদ :** বিষয়ের ভিত্তিতে অধ্যায়, উপ-অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ আকারে সাজিযে সঙকলন করাকে তাসনীদ বলে। এ মহান কাজটি ২য় হিজরীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়।

37. الحديث القدسى হাদীসে কুদসী কাকে বরে? কুরআন ও হাদীসে কুদসী মধ্যে পার্থক্য কি?

যে সকর হাদীসের ভাষা, শব্দাবলী যা রাসূল (স.) এর নিজের বচন থেকে এবং তার মর্মার্থ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অথবা জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে অথবা ইলহাম অথবা স্বপ্নযোগে লাভ করে বর্ণনা করেন তাকে الحديث القدسى বলে।

وعن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عزوجل أوحى إلى أنه من سلك مسلكا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة (رواه البيهقى) (كتاب العلم)

কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য		
নং	কুরআন	হাদীসে কুদসী
1.	কুরআন একটি মুজিযা।	হাদীসে কুদসী মুজিযা নয়।
2.	কুরআন وحى متلو যা দ্বারা জায়েয শুদ্ধ।	হাদীসে কুদসী وحى حية متلو যা দ্বারা সালাত অশুদ্ধ্
3.	কুরআন অপবিত্র ব্যক্তির স্পর্শ জায়েয নেই।	হাদীসে কুদসী অপবিত্র ব্যক্তির স্পর্শ বাধা নেই।
4.	কুরআন অমান্যকারী কাফির।	হাদীসে কুদসী অমান্যকারী কাফির নয়।
5.	কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ওহী বা জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে।	হাদীসে কুদসী ইলহামের অথবা স্বপ্নযোগের মাধ্যমে।
6.	কুরআনের শব্দাবলী ও অর্থগত বর্ণনা আল্লাহর তরফ থেকে।	হাদীসে কুদসীর শব্দাবলী রাসূল (স.) এর নিজের ও অর্থগত বর্ণনা আল্লাহর তরফ থেকে।

38. حديثসংগ্রহের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?

حديث সংগ্রহের পদ্ধতি আটটি। যেমন:-

1. المناولة
2. الاجازة
3. القرراة على الشيخ
4. السماع
5. الوصية
6. المكاتبة
7. الوجادة
8. اعلام الشيخ

39. হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীসে গ্রন্থের বড় অবদান কি?

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীসে গ্রন্থের বড় অবদান হচ্ছে صحاح ستة সিহাহ সিত্তাহ কিতাব সংকলন।

40. صحاح ستة সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে কতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন?

41. সিহাহ সিত্তাহ কিতাবে সর্বমোট 105 জন সাহাবীর নাম বর্ননা আছে।

42. صحاح ستة কাকে বরে ? এবং কী কী?

এক কথায় হাদীসের বিখ্যাত ছয়টি গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তাহ বলে।

1. সহীহ বুখারী শরীফ।
2. সহীহ মুসলিম শরীফ।
3. জামে তিরমিযী।
4. সুনানু নাসাঈ।
5. সুনানু আবু দাউদ।
6. সুনানে ইবনে মাযাহ।

43. سنن اربعة(সুনানে আরবাআ) কাকে বলে? এবং কী কী?

হাদীসের ঐ চারখানা কিতাবকে বলা হয় যা ইরমুল ফিকাহ এর তারতীব অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়েছে তাকে সুনানে আরবাআ বলে। যেমন:-

1. জামে তিরমিযী ।
2. সুনানে নাসাঈ শরীফ ।
3. সুনানে আবু দাউদ ।
4. সুনানে ইবনে মাযাহ ।

44. কুরআনের আলোচ্য বিষয় কি কি?

মানবজাতি অথবা সমস্ত সৃষ্টিকুল। (সূরা আহযাব: 33:72)

45. বড় ও ছোট সূরার নাম কি? কত আয়াত সম্বলিত?

বড় সুরা আল বাকারা: ২নং , আয়াত সংখ্যা – 286 । সব থেকে ছোট সূরা আল কাউসার : 108 নং সূরা, আয়াত সংখ্যা – 3

46. কুরআনের প্রথমে কোন আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়?

মাওলানা শাহজালাল

আয়ত হিসাবে নাযির হযে হেরা গুহায় সূরা আলাকে 1-5 আয়াত

সুরা হিসাবে প্রথম নাযির হয় 74 (سورة المدثر)

47. কুরআনের সর্বশেষ কোন আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়?

সর্বশেষ আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে ইমাম নাসারী ইকরামা সূত্রে হযরত আব্বাস (রাযি.) থেকে করেন, সুরা বাকারার 281 নং আয়াত –

واتقوا يوما برجعون فيه ألى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم
يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلا لةز (انساء)

বারা ইবনে আযেব (রাযি.) এর মতে:

উবা ইবনে কাব (রাযি.) ও ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর মতে: لقد جاء كم ريول من انفسكم (البوبة)

কারো মতে: اليومـ أكملت اكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى

সর্বশেষ সূরা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। তবে-

1. বারা ইবনে আযেব (রাযি.) এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো: سورةالبراءة
2. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো: سورة النصر
3. হযরত আয়েশা (রাযি.) এর মতে সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো: يورة المائدة

48. اصحاب الكهفকারা? তাদের প্রধান কে? তাদের সাথে কোন প্রাণী ছিল?

اصحاب الكهف হলো

1. تمليخا
2. يرافش
3. اوتسكانس
4. فطرش
5. مرطوس
6. ابونس
7. سلططيوس

তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন تمليخا(তামলীখ)। তাদের সাথে কুকুরের নাম কিতমির।

49. উম্মুল কুরআন ও কুরআনের বক্ষ কোন সূরাকে বলা হয়? امـ القران

সুরা আল ফাতিহা উম্মুল কুরআন ও ইয়াসিনকে সাদরুল কুরআন বা কুরআনের বক্ষ বলে।

50. لحنলাহান কত প্রকার ও কী কী?

لحن লাহান দুই প্রকার যথা:

1. لحن جلى লাহানে জলি অর্থাৎ সরাসরি প্রকাশ্য ভুল। অর্থের ত্রুটি।
2. لحن خفى লাহানে খফী অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ভুল। হাল্কা, মোট, মাদ্দের তারতম্য।

51. مدমাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী?

مد অর্থ দীর্ঘ করা। মাদ্দের হরফ তিনটি। যেমন

52. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দ কত প্রকার?

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করে পড়া। মাদ্দ মোট ১০ প্রকার।

এক আলিফ মাদ্দ এক পরিমাণ টেনে পড়া। এরূপ মাদ্দ তিন প্রকার:

1. মাদ্দে তবায়ী -
2. মাদ্দে বদল -
3. মাদ্দে লীন -

তিন আলিফ মাদ্দ তিন পরিমাণ টেনে পড়া। এরূপ মাদ্দ দুই প্রকার:

1. মাদ্দে আরযী-
2. মুনফাসিল -

চার আলিফ মাদ্দ চার পরিমাণ টেনে পড়া। এরূপ মাদ্দ পাচ প্রকার:

1. মাদ্দে মুত্তাসিল-
2. মাদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল-
3. মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ –
4. মাদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল –
5. মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ-

53. মাখরাজ কি? মাখরাজের হরফ কয়টি?

مخرج আরবী হরফ বের হবার স্থানকে মাখরাজ বলে। মাখরাজের হরফ 17 টি।

54. اظهارঅর্থ কি? ইযহারের হরফ কয়টি ও কী কী?

اظهار অর্থ প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা। এর হরফ 6 টি। যথা :- ء ه ع ح غ خ

55. হরফে হলকী কয়টি ও কী কী?

যে হরফ হালক থেকে উচ্চারিত হয় এর হরফকগুলি 6 টি। ء ه ع ح غ خ

56. القصاص কি?

اَلْقِصَاصْ শব্দটি فِعَالٌ এর ওজনে باب مفاعلة এর মাসদার। এর আভিধঅনিক অর্থ সমপরিমাণ শাস্তি প্রদাণ করা।

1. المعجم الو سيط গ্রন্থ মতে, قصاص অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

2. ইবনে হিশামের মতে, قصاص অর্থ বিনিময় গ্রহণ করা।

পরিভাষায়: অন্যায়ভাবে স্ব-জ্ঞানে কেউ কাউকে হত্যা করলে শাস্তি হিসাবে তাকে হত্যা করাকে قصاص বলে।

57. জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

নাম: আবু আব্দুল রহমান, পরিচিতি: সুয়ূতী, উপাধি, জালাল উদ্দীন,

উপনাম: আবুল ফযল। তিনি 849 হিজরীতে মিশরের সুয়ূতী নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন। 62 বছর বয়সে। 911 হিজরী 19 শে জমাদিউল উলা জুমাবার রাতে ইন্তেকাল করেন। তার বংশ পরম্পরা হচ্ছ্

عبد الرحمن جلال الدين بن ابى بكر محمد كمال الدين بن سابق الدين عثمان فخر الدين بن محمد ناظر الدين بن سيف الدين جعفر-

58. তাফসীর জালালাইন কে রচনা করেন?

তাফসীরে জলালাইন রচনা করেন যথা:

1. জালাল উদ্দীন মহল্লী
2. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (849-911 হি.)

59. معارف القران তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন কে রচনা করেন?

معارف القران তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন রচনা করেন, মুফত মুহাম্মদ শফী (রহ.)

60. تفسير الكبير কে রচনা করেন?

আল্লামা শাওকানী (রহ.)

ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাযী আশ শাফেরী (রহ.) (540হি./1149খ্রি. 606 হি.)

61. কুরআন মাজিদে কোন কোন প্রাণির নাম আছে?

কুরআন মাজিদে 9 টি প্রাণির নাম আছে। যথা:-

মশা, কাক, টিকটিকি, মৌমাছি, উট, পিপিলিকা, হুদহুদ, মাছি ও ফড়িং।

62. কুরআন মাজিদে কোন সুরা নাযিলের পর আবু বকর (রাযি.) কান্না করেছিলেন?

সুরা আন নাসর

63. তাফসীরে বায়যাবীর অপর নাম কী?

مخبصر الكشاف

64. المنافق মুনাফিক নেতা করা ছিল?

কাব ইবনে আশরাফ, আবু বারদাহ, আব্দুদদার, আউফ বিন আমের, আব্দুল্লাহ ইবনে সাওদা।

65. اصحاب الفيل আসহাবুল ফিল কি?

আসহাবুর ফিল হলো হস্তি বাহিনী সুরা ফিল এ সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

66. اصحاب الكهف আসহাবে কাহাফ কারা?

গুহাবাসী

67. **كاتب الوحي অহী লেখকগণের সংখ্যা কত? কয়েকজনের নাম উল্লেখ করুন।**

অহী লেখকগণের সংখ্য 25 জন। আব্দুল হাই মাগরিবী তার গ্রন্থে 42 জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের কয়েক জনের নাম হলো যথা:-

1. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাযি.)
2. হযরত মুআবিয়া (রাযি.)
3. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)
4. হযরত ওমর (রাযি.)
5. হযরত ওসমান (রাযি.)
6. হযরত আলী (রাযি.)
7. হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.)
8. হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযি.)
9. হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রাযি.)
10. হযরত হানযালা ইবনে বারী (রাযি.)
11. হযরত মুআইকিব ইবনে আবী ফাতিমা (রাযি.)
12. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাযি.)
13. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাযি.)
14. হযরত আমের ইবনে যুহাইর (রাযি.)
15. হযরত আমর ইবনে আব (রাযি.)
16. হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)

প্রমুখ সাহবীগণ।

68. মুফাসসিরের শর্ত কী কী?

মুফাসসিরের শর্ত হলো যথা:-

1. কুরআন এর তাফসির কুরআন দ্বারা করা।
2. কুরআনের তাফসির নিজে মনগড়া না করা। যেমন:

من تكلم فى القر ان بر أيه فاصاب فقد اخطأ

মাওলানা শাহজালাল

3. আকীদাসমূহ বিশুদ্ধ হওয়া|

4. চিন্তার বিশুদ্ধতা- তথা- মন- মস্তিষ্ক ভ্রান্ত চিন্তা থেকে পবিত্র হওয়া|

5. সুন্নত এর যথাযথ অনুসরণ করা|

6. নিককার ও মুত্তকি হওয়া|

69. الجامع لاحكامـ القران কে রচনা করেন?

আল্লামা কুরতুবি (রহ.)

70. السيرة النبوية (সীরাতুন্নবুবিয়্যাহ) কে রচনা করেন?

ইবনে হেশাম (রহ.)

71. ফাতোয়া দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না?

মৌখিক ফতোয়া দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়| লিখিত ফাতোয়া দিযে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয|

72. মুফতি কে?

যিনি উসূরে শরীয়তের ভিত্তিতে মাসআলা ইস্তেম্বাতের যোগ্যতা রাখেন| যিনি ফিকহ তত্ত্ববিদ বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন, তাকে মুফতী বলে|

ইমাম শামী (রহ.) বলেন, মুফতীই মুজতাহিদ্ মুজতাহিদ নন এমন কোনো ব্যাক্তি মজতাহিদের কথা মুখস্থ কররে তিনি মুফতী হতে পারেন না্

73. الفقه শাস্ত্রের আবিষ্কারক কে? তার সম্পর্কে যা জান বল|

ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহ.)

উপনাম: নুমান

উপাধি : ইমামে আযম| পিতার নাম সাবিত| তিনি 80 হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন| তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাযি.) বহুবার দর্শন লাভ করেন্| তিনি 120 হিজরীতে 40 বছর বয়সে স্বীয় উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রহ.) এর স্থলাভিষিক্ত হন|

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন অর্থাৎ মানুষ ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর পরিবার|

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, কেউ যদি ফিকাহ শাস্ত্র শিখতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর ছাত্রদের আকড়ে ধরে| 150 হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন|

74. اصول الفقه শাস্ত্রের আবিষ্কারক কে? তার সম্পর্কে যা জান বল|

শাস্ত্রের আবিষ্কারক ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

75. ইমাম মালেক (রহ.) কে ছিলেন? সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

নাম: মালেক। তার উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম: আনাস, উপাধি: ইমামু দারির হিজরাত। জন্ম: তিনি 93 হিজরীতে মদীনা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন।

তার উস্তাদ বৃন্দ :

1. আব্দুল রহমান বিন হরমুয
2. ইবনে শিহা যুহরী (রহ.)
3. নাফে মাওলা ইবনে ওমর (রহ.) ওমর (রহ.)
4. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রমুখ।

তার মতে ফিকাহশাস্ত্রের উৎস, কুরআন, হাদীস, মদীনাবাসীদের আমল, কিয়াস ও ইসতিহসান।

তার প্রণীত গ্রন্থ :

তার ছাত্র বৃন্দ: তার ছাত্র বৃন্দ 13 শত তন্মধ্যে

1. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)
2. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)
3. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)
4. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)
5. সুফিয়ান সাওরী (রহ.)
6. ইবনে ওহাব
7. ইবনে কাসেম
8. আশহাব বিন ইয়াহইয়া প্রমুখ।

ইন্তেকাল : তিনি 169 হিজরীতে 76 বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

76. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) কে ছিরেন? সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

নাম: আহমদ, তার উপনাম: আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম: নিসবতী নাম: আশ-শায়বানী।

জন্ম: তিনি 164 হিজরীতে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

তার উস্তাদ বৃন্দ: ইমাম আবু ইউসফি (রহ.) ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা, হুসায়ম ইবনে বশীর, হাম্মাদ ইবনে খালিদ আল খাইয়্যাত, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রমুখ। তাদের নিকটে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইলমুল বালাগাত ওয়াল কালাম শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি বাগদাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর চেয়ে

মর্যাদাশীল অধিক জ্ঞানী, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও অধিক মুত্তাকী আর কাউকে দেখিনি। তিনি জ্ঞানার্জনকারে কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামেন, সিরিয়া ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন মুহাদ্দিস ফকীহগণের সান্নিধ্য লাভ করেন। তার অসংখ্য শিক্ষার্থী ছাত্র ছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, সালিহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ, হাম্বল ইবনে ইসহাক, হাসান ইবনে সাব্বাহ ও হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহ.) প্রমুখ।

ইন্তেকাল: তিনি 241 হিজরীতে 77 বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

77. হানাফী মাযহাবের মাসআলার স্তর কয়টি ও কী কী?

হানাফী মাযহাবের মাসআলার স্তরে 3 টি । যথা:-

1. ظاهر الرواية
2. غير ظاهر الرواية
3. الفتاوى

78. খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে পরবর্তী চারশ বছরের ইতিহাসে কতজন চুরির অপরাধে হাত কাটা হয়েছিল?

মাত্র ছয় জনের।

79. কয়েকটি ফিকহ কিতাব ও লেখকবৃন্দের নাম বল।

ফিকহ কিতাব ও লেখকবৃন্দের নাম:

1. আহকামুল কুরআন ও শাহরু মাআনিল আছার ইমাম আবু জাফর আহমদ আত- তাহাবী (রহ.)
2. হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)
3. আল শাবাহ ওয়ান নাযায়েব যায়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম (রহ.)
4. সিয়ারুল কবীর মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী (রহ.)
5. তবাকাতুশ শাফি ইয়্যাহতিল কুবরা –তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.)
6. আদাবুল ফাতাওয়া- ইবনুস সালাহ (রহ.)

80. পাক ভারহীয় উপমাদেশে ফিকহ শাস্ত্র প্রচার ও প্রসারে কাদের অবদান বেশি? তাদের নাম বল।

যে সকল ব্যাক্তিবর্গ পাক ভারতীয় উপমহাদেশে ফিকহ শাস্ত্র প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তারা হলেন যথা:

1. আবু সাহল ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান সূলকী (রহ.)
2. শায়খ নিযামদ্দীন (রহ.)
3. শায়খ ইমামুদ্দীন মূনিরী (রহ.)
4. শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলভী (রহ.)
5. শায়খ আলম ইবনে আলায়ী আন্দরপতি (রহ.)

6. শায়খ আবুল ফাতাহ রুকুন ইবনে হুসসাম নাগারী (রহ.)
7. মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গেলানী (রহ.)
8. মাওলানা হাম্মাদ জৌনপুরী (রহ.)
9. সিরাজ উদ্দীন ওমর ইবনে ইসহাক হিন্দি (রহ.)
10. শাহ বাকী বিল্লাহ (রহ.)
11. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)
12. মুহাম্মদ সাঈদ ইবনে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)
13. আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)
14. বাদশা আলমগীর (রহ.)
15. মোল্লা নিযামুদ্দীন বুরহানুদ্দীন (রহ.)
16. মোল্লা জিউন (রহ.) প্রমুখ।

معلقة মুয়াল্লাকা : معلقة শব্দটি تعليق মাসদার থেকে। এর অর্থ ঝুলন্ত বস্তু। মুয়াল্লাকা ঐ সমস্ত কাব্য মালাকে বলা হয়, যেগুলিকে বর্বর যুগে সোনালী রং দ্বারা মিশরীয় কাতান কাপড়ে লিখে পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত। আরবী পরিভাষায় معلقة শব্দটির সংজ্ঞা হচ্ছে-

المعلقة هى قصائد ممبازة من اجودالشعر الجاهلى-

অর্থাৎ জাহেলী যুগের উন্নতমানের কবিতাসমূহের অন্যতম কাব্য।

মুয়ালাল্লাকার নামকরণ : ইবনে রশীক কাইরওয়ানী বলেন :

আরব কবি লেখক সোনালী রং দ্বারা কাতান কপড়ে লিখতেন এবং পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। তাই তকে মুয়াল্লাকা হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। যথা: ইমরুল কায়েস, তরফা ইবনে আব্দিল বিকরী, লাবিদ ইবনে রাবীয়া (রহ.) ও যুহাইর ইবনে আবী সালমা ও আনতারা।

مقامة মাকামা : مقامة অভিধানের মতে, কোন অবস্থানকে বুঝায়। কর্মস্থল অথবা কোন গাল গল্পের আসর।

المقامة هى قصة قصيرة مسجعة تشتمل على عظة اوعلى واقعة صغير تتلى فى مجلس واحد-

অর্থাৎ ঐ পুন:পন আবর্তিত সমোচ্চারিত শব্দ চযনের উপদেশমারা বা সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে বলা হয়, যা কোন এক অধিবেশনে পঠিত হয়। এমন ছোট ছোট বাক্য, গল্প কাহিনী যা কোন ঘটনা সম্বলিত যা সাধারণত একই বৈঠকে শ্রোতা মন্ডলীকে শুনানো হয়। শেষে থাকে উপদেশাবলী। ছন্দময় গদ্য, ভাষণ সৌন্দর্য সাহিত্যের কলা কৌশল, প্রাঞ্জল ও সাবলীলতাযুক্ত দুষ্পাপ্য শব্দ প্রয়োগ, বাক্যের গাথুনি, সমার্থবোধক শব্দ বিন্যাস ইত্যাদি মাকামার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এর রচয়িতা বদিউযযামান হামদানী (মৃ. 398 হি.) ও হারীরী অন্যতম। এর আদি রচয়িতা হলেন ইবনে ফারেস। এছাড়াও ইবনে আশতাত, যামাখশারী, আবু আব্বাস ইয়াহইয়া, আহমদ ইবনে আযম, যয়নুদ্দীন, সুয়ুতী।

81. আরবি কবিদের স্তর কী কী?

আরবি কবিদের স্তর চারটি। যেমন:

1. الجا هلون অর্থাৎ যারা জহেলী যুগের কবি ছিলেন্ যথা: ইমরাউর কায়েস, যুহাইর, তারফা প্রমুখ।
2. المخضر مون অর্থাৎ যারা জাহেলী যুগ এবং ইসলামি যুগ উভয় যুগের কবি ছিলেন। الشعراء الذى وجدوازمان الجاهلية والاسلامـ যথা: হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.), লাবিদ বিন রাবিয়া, কাব ইবনে হুহাইর (রাযি.) প্রমুখ।
3. المتقدمون من اهل السلامـ আর্থাৎ যারা ইসলামি যুগের কবি ছিলেন। যথা: ফারাযদাক, জারীর প্রমুখ।
4. المولودون من اهل الاسلامـ অর্থাৎ যারা ইসলামের প্রসারের যুগের কবি ছিলেন। যথা: আবু তামাম, বুহতারী প্রমুখ।

82. العصر النهضة الحديثة অর্থাৎ আধুনিক রেনেসার যুগের কবিদের পরিচিতি বল:

আধুনিক রেনেসার যুগের কবিদের পরিচিতি হলো যথা:

হাফিজ ইবরাহীম: (1870-1932 খ্রি.)

হাফিজ ইবরাহীম: (1870-1932 খ্রি.) তিনি মিশরের আসিউত প্রদেশের দাবিউত শহরে 1870 খ্রিস্টাব্দে জন্ম লাভ করেন। পিতার নাম ইবরাহিম ফাহমী। পেশা হিসাবে তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কম বয়সে তার পিতা মৃত্যু হওয়ায় মামার বাড়িতে গিয়ে শিক্ষা জীবন সূচনা করেন। নিল নদের কবি।

খ্যাতি: شاعر النيل তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি 1932 খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আহমদ শাওকানী (1869- 1932 খ্রি.)

আহমদ শাওকানী (1869- 1932 খ্রি.) তিনি মিশরের কায়ারো 1869 খ্রিস্টাব্দে জন্ম লাভ করেন। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন কুর্দী। তার পিতা ছিলেন অমিতব্যয়ী। যেকারণে শাওকীর জীবনে দারিদ্রতার অভিশাপ তাকে ঘিরে বসে। তার দাদী ছিলেন শাহী মহলের পরিচারিকা। পরবর্তীতে সে সুবাদে তিনি রাজপুরিতে সুযোগ সুবিধা লাভ করেন।

খ্যাতি: কবি সম্রাট গীত নাট্যের প্রবর্তক। তিনি 1932 খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

মারুফ আর রুসাফী (1875-1946 খ্রি.)

মারুফ আর রুসাফী (1875-1946 খ্রি.) তিনি ইরাকে 1875 খ্রিস্টাব্দে জন্ম লাভ করেন। তিনি কবি সমাজ সংস্কারক এবং রাজনৈতিক ব্রক্তিত্ব ছিলেন্ তিনি কনোস্টানিপপোল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যে অধ্যাপক ছিরেন। প্রদেশিক পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। 1911 খ্রিস্টাব্দে ইরাক স্বাধীনতা লাভ করার পর সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। তিনি সুক্ষ্ম বিবেক ও উদার চিন্তা চেতনার কবি ছিলেন। আরবী সাহিত্যে তিনিই প্রকৃতি আধুনিক কবি।

তিনি 1324 হি. মোতাবেক 1946 খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আব্দুর রহমান কাশগারী (1912-1971 খ্রি.)

আব্দুর রহমান কাশগারী (1912-1971 খ্রি.) তিনি তুরস্ক সীমান্তে কাশগরে 1912 খ্রি. জন্ম লাভ করেন। 1922 খ্রি. মাত্র 22 বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভে ভারত বর্ষে আসেন। 1931 খ্রি. ভারতে দারুল উলূম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের শিক্ষাক নিযুক্ত হন। 1938 খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1947 সালে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা আলিয়া মদরাসায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তার কবিতার ভাষা হচ্ছে-

هو الله بارى الخلق والخلق كلهم* اماءله طوعا جميعا واعبد (لك الحمد)

তিনি 1971 খ্রি. ঢাকায় করেন।

83. জাহেলী যুগের কবিতা ও বাগ্মীতায় উভয় গুণে প্রসিদ্ধ ছিল তার নাম কী?

আমর ইবনে কুলসুম। (মৃত: 600 খ্রি.)

সাইয়েদ কুতুব কে? তার সম্পর্কে যা জান বল।

সাইয়েদ কুতুব পরিচিতি:

নাম: সাইয়েদ, বংশীয় উপাধী কুতুব।

পিতার নাম: হাজ ইবরাহীম কুতুব।

মাতার নাম: ফাতিমা হুসাইন। তিনি 1906 সালে 20 জানুয়ারী পিত্রালয়ে জন্ম লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন: মায়ের ইচ্ছায় শৈশবে কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। প্রাথিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষে তাকে তাজহীযিয়াতু দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি করেন। 1929 সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 1933 সালে ব্যাচেলর ডিগ্রী লাভ করেন। অত:পর ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন: তিনি কয়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। 1949 সালে তিনি গবেষণামূলক উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য আমেরিকা যান। দেশে ফিরে ইসলামের ব্যাপক অধ্যায়ন

ও গবেষনার ফসল হিসাবে শুরু করেন إخوان المسلمين এবং এ যোগদান করেন। সেই গবেষণার ফসল হিসাবে তিনি কুরআনে আকা কিয়ামতের চিত্র ও আল কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য রচনা করেন। কুরআনের উপর আরো গবেষনা চালিয়ে আধুনিক শৈলীতে তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন রচনা করে সুখ্যাতি লাভ করেন।

কারাবরন ও শাহদত লাভ: 1952 সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। কর্ণের জামার নাসের তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। 1955 সালে 13 জুলাই তার বিচারের নামে প্রহসন করে তাকে 15 বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। 1964 সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট আব্দুল সালামের সুপারিশে তাকে কারামুক্ত দিয়ে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কিছুকাল পরে তাকে ফাসির নির্দেশ দেয়া হয়। 1966 সালের 29 আগস্ট তাকে ফাসি প্রদান করে। তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

84. আরবি ভাষার উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?

আরবি ভাষার উৎপত্তি, সেমেটিক ভাষা থেকে।

১৬ ও ১৭ তম ভাইভা অভিজ্ঞতা

মাও. জাহাঙ্গীর আলম (যশোর)

⇒ কি করেন বর্তমানে

⇒ ফাযিল কোথায় থেকে করেছেন

⇒ যশোর থেকে ওখানে কেনো?

⇒ হরফে ইল্লত কয়টি?

উ: ৩টি ا- و - ى

⇒ হরফে ইল্লতকে একসাথে কি বলে?

উ: ايو

⇒ سمع الله لمن حمدة কিভাবে বলে?

উ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

⇒ ضرب زيد امر

উ: যায়েদ আমর কে প্রহার করল|

মাও. বোরহান সাহেব(হাজীগঞ্জ)

⇒ হাদীসে আবু হুরায়রা না বলে আবি কেন হয়েছ|

উ: عن হরফে যার এর مجرور হওয়ার আবি হুরায়রা বলা হয়|

⇒ আমি চেয়ারে বসলাম আরবি

উ: جلست على الكرسى

⇒ আমি চাদপুর থেকে আসলাম

উ: جئت من صادبور

⇒ নামাজের মাকরুহ কী কী?

উ: অনর্থক এদিক সেদিক তাকানো|

আকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া|

মাটিতে হাত বিছিয়ে সিজদা করা|

বিনা প্রয়োজনে চোখ বুঝে থাকা|

চতুষ্পদ জন্তুর মতো হাটু গেড়ে বসা| ইত্যাদি

⇒ ওয়াজিব কয়টি?

⇒ বোখারীর প্রথম হাদীস (স্নদ সহ বলেন)মুখস্ত হাদীস বলেন

⇒ নিবন্ধন ভাইভা দিতে আসছি আরবি কি হবে|

মাও.নেছার আহমেদ (কুষ্টিয়া)

⇒ নাম / অর্থ

⇒ আমি সিলেট থেকে ঢাকা আসছি রেল গাড়ি দিয়ে আরবি তে

উ: جئت من سلهيت من دلكابالقطار

⇒ হুমায়ুন অর্থ কি?

উ: ভাগ্যবান

⇒ আমি ২০২৪ সালে আলিম পাশ করছি আরবি বলুন|

⇒ পাঠ্য বইয়ের নাম বলুন আলিম / ফাজিল

মাওলানা শাহজালাল

উ: আনওয়ারুল কুরআন, তানবীরুল মেশকাত, বাংলা ইত্যাদি।

⇒ জেলার ৩

মাও.ফরমান আলী (টাঙ্গাইল)

⇒ আপনি কি জানেন ১৯৭১ সালে রাত্র ফরমান নামে একজন ব্যক্তি ছিল।

উউ: হ্যা, তিনি অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা কারী একজন পাকিস্তানী সেনাকর্মকর্তা।

⇒ অপারেশন সার্চ লাইটের সাথে জড়িত ২ জনের নাম বলুন।

উ: মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও রাওফরমান আলি।

⇒ ১৯৭১ সালে শহীদ হয়েছে দুজন অধ্যপকের নাম বলুন?

উ: অধ্যাপক শামসুজ্জোহা ও অধ্যাপক

⇒ মুখস্ত হাদীস বলেন।

⇒ বোখারীর প্রথম হাদীস বলুন?

জুয়েল রানা (ঠাকুরগাও)

⇒ আরবি সাহিত্যের কয়েক জন কবির নাম বলুন?

উ: হাসান ইবনে সাবিত, ইমরুল কায়েস, আবু তামীম

⇒ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা কোন যুগের কবি?

উ: তিনি উমাইয়া যুগের ।

⇒ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফার লেখা কবিতা বলুন?

উ: কালিলাহ ও দিমনা

⇒ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে?

উ: 1953 সারে 6 জুলাই।

⇒ আরবি সাহিত্যে নোবেল জয়ী কে হয়েছে?

উ: নাগিব মাহফুজ্ 1988 সালে নোবেল পাই।

⇒ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী কি?

উ: ابحا معة براجشاهى

⇒ এটার তারকিব কী?

মাও. মমিনুল (ময়মনসিংহ)

মাওলানা শাহজালাল

⇒ ইসলাম অর্থ কি? মাদ্দাহ কী?

উ: আত্মসমর্পন। মাদ্দাহ সিলমুন ( )

⇒ হরফে যার কয়টি ও কী কী?

উ: হরফে যার ১৭ টি যথা:-

⇒ মুক্তিযুদ্ধে খেতাব প্রাপ্ত কত জন?

উ: ৬৭৬ / ৬৭২ জন

মাও. মাহফুজ (ময়মনসিংহ)

⇒ মুহাদ্দিস কাকে বলে?

উ: যার ৪০ টি হাদীস মুখস্ত আছে তাকে মুহাদ্দীস বলে।

⇒ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির এর মধ্যে পার্থক্য কী? ,

উ: মুহাদ্দিস হলেন ঐ লোক যিনি হাদিসের জ্ঞান রাখেন। মুফাসসির ঐ লোককে বলে যিনি তাফসিরের জ্ঞান রাখেন।

⇒ সনদ সহ হাদীস বলেন?

D:

মাও. ওমর ফারুক

⇒ নামের সাথে মিল আছে এমন একজনের নাম বলুন?

⇒ রাসূলের সাথে ওমরের কি সম্পর্ক?

D: জামাই শশুর।

⇒ রাসূলের কাছে কোন মেয়েকে বিয়ে দেন?

উ: হাফসা রা.

⇒ সনদ অনুযায়ী হাদীস কত প্রকার?

উ: সনদ অনুযায়ী হাদিস তিন প্রকার।

⇒ مرفوع হাদীস কাকে বলে?

উ: যে হাদিসের রাবীদের পরিচয় রাসূল সা. এ পৌছায়।

⇒ মাওযু হাদীস কাকে বলে?

D: هو الكزب المختلق المصنوع المنسوبالى رسول(صلى)

⇒ মতন কাকে বলে?

উ: হাদীসের মূল কথাকে মতন বলে।

সহকারী ও ইবতেদায়ী মৌলভীর ভাইভা প্রস্তুতি

মাও. মাহফুজ (কুষ্টিয়া)

⇒ মাদানী সুরা তেলাওয়াত করো?

⇒ ت و ر এর মাখরাজ বলুন?

উ: জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাতের গোড়া হতে জিহ্বার আগার পিঠ , তার বরাবর উপরে তালু হতে।

মাও. মহিবুল্লাহ (যশোর)

⇒ দাওয়াত সম্পর্কে একটি আয়াত কiæন?

⇒ মুসা (আ.) ফেরআউন এর কাছে গেলেন ঐ সম্পর্কিত আয়াত বলুন?

⇒ ফাবি আইয়ি আলা অর্থ বলুন?

উ: তোমরা আল্লাহর কোন নিয়ামত কে অস্বিকার করবে?

⇒ কুমা দ্বারা কাদের বুঝানো হয় ?

উ: মানব ও জীন জাতিকে।

মাও. সাব্বির আহমেদ (দিনাজপুর)

⇒ প্রাচীন কবিতা আছে ওটা কী?

D: السبعة المعلقلت

⇒ সাবাআ মুয়াল্লাকার কবিদের নাম বলুন?

উ: ইমরুল কায়েস , তুরফা, লাবীদ, হারেস, যুহাইর।

⇒ এদের মধ্যে উভয় যুগের কবি কে?

উ: ইমরুল কায়েস

⇒ তিবয়িআনী ও সুরিয়ানী কী?

উ: দুটি ভাষার নাম।

⇒ ইঞ্জিল কিতাবের ভাষার নাম কি?

উ: হিব্রু

⇒ اسماء مرفوعات কয়টি বলুন?

D: 8 টি

⇒ اسماء منصوبات কয়টি বলুন?

D: 12টি

⇒ عمر ও عبد الله بن عمر এর মধ্যে পার্থক্য কি?

D: عمر বলতে আমর ইবনুর আস (রা.)

মাওলানা শাহজালাল

عبد الله بن عمر বলতে ওমর (রা.) এর পুত্র বোঝায়

মাও. আকরাম হোসেন (ঠাকুরগাও)

⇒ মুয়াল্লাকা কি?

D: মুআল্লাকা (আরবি: المعلقات) হচ্ছে আরবি জাহেলি যুগের এক উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন।[১] তৎকালীন আরবে উকাজ এর মেলা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেলাই কবিরা তাদের কবিতা শোনাতেন। যে কবিতাটি সব থেকে ভালো হত সেই কবিতাটি সোনার হরফে লিখে পবিত্র মক্কার কাবার দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হত। যেহেতু এগুলো টাঙিয়ে রাখা হত তাই এর নাম রাখা হয় মুআল্লাকা।[১] এই কবিতাগুলো কবি হাম্মাদ আর রাবিয়া আব্বাসি যুগ এ সংকলন করেন।

⇒ সাবআ মুয়াল্লাকা বলতে কি বুঝায়?

এই কবিতা গীতি কবিতা, এই কবিতা প্রাচীন আরবীয় ঐতিহ্য সংবলিত।

⇒ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী কত জন কে কে?

হযরত আবু বকর (রা.)
হযরত ওমর ফারুক (রা.)
হযরত ওসমান গণী (রা.)
হযরত আলী (রা.)
হযরত যুবায়ের ইবনুল আউয়াম (রা.)
হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওয়াফ (রা.)
হযরত সাত ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)
আবু উবায়দা ইবনে পররাহ (রা.)
হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (রা.)
হযরত তালহা (রা.)

মাও. ইব্রাহীম (নিলফামারী)

⇒ সিহাহ সিত্তাহ কয়টি ও কী কী?

D: ৬ টি তিরমীযী, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

⇒ জামে ও সুনানের মধ্যে পার্থক্য কি?

D: সুনান = যে কিতব ফিকাহ এর ক্রক অনুযায়ী সাজানো
জামে = যার মাঝে ৮ টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাই।

⇒ মুআত্তা মালেক বলতে কি বুঝেন?

ইমাম মালেক (রা.) এর প্রনীত একটি কিতাব।

⇒ মুয়াত্তা মালেকের লেখকের নাম?

আবু আব্দুল্লাহ মালিক বিন আনাস আল মাদানী।

⇒ ফিকাহ সম্পর্কে একটি হাদীস লিখ

⇒ উমর ও আমর এর মধ্যে পার্থক্য কী?

D: উমর = হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)

আমর = হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)

মাও. ইব্রাহীম (বরগুনা)

⇒ আরবি ভাষার উৎপত্তি কোন সময় থেকে?

উ: ইসলামের আবির্ভাবের ঠিক আগের আরব উপদ্বীপে আরবি ভাষার উত্পত্তি ঘটে।আরবি ভাষা সেমেটীয় গোএ এর ভাষা।

⇒ আরবি সাহিত্যের সর্বাদিক বিকাশ ঘটেছে কোন যুগে?

উ:ইসলামী যুগে।

⇒ নাহুর জনক কে?

উ: সিরাজ উদ্দীন উধী ।

মাও. তৈয়মুর রহমান (সাতক্ষীরা)

⇒ নামের অর্থ কী?

⇒ বোখারীর পূর্ণ নাম কী?

⇒ হরফে সামসী ও হরফে কমারী সম্পর্কে বলেন?

উ: হরফে সামসী ১৪টি। তা ছা দাল যাল র যা সিন শীন ছদ দদ ত য লাম নুন।বাকি ১৫ টি হরফে কামারী।

মাও. মেহিদী (ঝিনাইদহ)

⇒ منصوبات ও اسماء مرفوعات

উ: আসমায়ে মারফুআত ০৮ প্রকার।আসমায়ে মানসুবাত মোট ১২ প্রকার।

⇒ حرف جار ও مجرورات কয়টি ও কী কী?

উ: আসমায়ে মাজরুরাত ০২ প্রকার। হরফে যার ১৭ টি।

মাও. রফিকুল ইসলাম (কিশোরগঞ্জ)

⇒ হাদীস অর্থ কি ও কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

উ: হাদিস অর্থ প্রতিবেদন বা হিসাব। রাসূল সা. এর কথা কাজ এবং অনুমোদন কে হাদীস বলে। মূল বক্তব্য হিসেবে হাদিস তিন প্রকার। কাওলী, ফেলী, তাকরীরী।

⇒ জাকাত আদায়ের খাত কয়টি ও কী কী?

উ: যাকাত আদায়ের খাত আটটি। ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়ের কাজ করেন যিনি, নওমুসলিম, ক্রীতদাস মুক্তির জন্য।

মৌসুমী খাতুন (সাতক্ষীরা)

⇒ নামের অর্থ কী?

⇒ তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি?

D: 3 wU

⇒ ওজুর ফরজ কয়টি?

D: 4 wU

⇒ ওজুর নিয়ত নেই কেন?

D: কুরআন ও হাদীসে নিয়তে বিষযে কোনো আদেশ না থাকায়।

মাও. আমীমুল এহসান (বাগের হাট)

⇒ পোশাক নিয়ে কোরআনের আয়াত বলেন?

⇒ ইজহারের হরফ কয়টি?

D: 6 টি

⇒ হরফে ইল্লত কয়টি?

D: 3 টি

⇒ নামের অর্থ?

মাও. মেহিদী হাসান সাতক্ষীরা

⇒ নামের অর্থ বলুন?

⇒ হরপে সামসী ও ক্বমারী কি?

⇒ হরফে যার কয়টি?

D: 17 টি

⇒ মাখরাজ কাকে বলে?

D: আরবী হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

মাওলানা শাহজালাল

সহকারী ও ইবতেদায়ী মৌলভীর ভাইভা প্রস্তুতি

মাও. নুরুজ্জামান (সাতক্ষীরা)

⇒ বোখারীর পূর্ণ নাম কি?

D: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ঈসমাইল ইবনে বোখারী (রহ.)

⇒ বোখারী শরীফের পূর্ণ নাম কি?

D: সহীহ বুখারী (আরবি: صحيح البخاري) একটি প্রসিদ্ধ হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ। এর পূর্ণ নাম, الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و سلم وسننه وأيامه [আল-জামি আস-সহীহ আল-মুসনাদু মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি

⇒ الفرك অর্থ কী?

উ: খামখেয়ালী , খাপছাড়া কোনো কিছু।

⇒ হাদিস অর্থ কী? সংজ্ঞা কী?

D: হাদীস' শুধুমাত্র একটি আভিধানিক শব্দ নয়। মূলতঃ 'হাদীস' শব্দটি ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূল(সাঃ)-এর কথা,কাজের বিবরণ কিংবা কথা,কাজের সমর্থণ এবং অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত,ইসলামী পরিভাষায় তাই-ই 'হাদীস' নামে

⇒ মৌন সম্মতি সম্পর্কে বলুন?

উ: যে কাজে রাসূল নিরব থেকেছেন । হ্যা বা না কিছুই বলেন নাই তাই মৌন সম্মতি।

মাও. হাসিব (রাজবাড়ি)

⇒ জেলা সম্পর্কে জানতে চাইলো।

⇒ বোখারীর প্রথম হাদীস বলুন

⇒ আগে নামাজের ওয়াক্ত সনাক্ত করতো কিভাবে?

D: সূর্য দেখে

⇒ নামাজ কখন ফরজ হয়?

⇒ নামাজের নিষিদ্ধ সময় কয়টি ও কী কী?

D: নামাজের নিষিদ্ধ সময় ৩ টি । যথা: সূর্য উদয়, দ্বিপ্রহর, সূর্য অস্ত।

মরিময় (সাতক্ষীরা)

⇒ নাম সম্পর্কে জানতে চাইলো।

⇒ ইমাম বোখারীর পূর্ণ নাম কী?

⇒ D: Avey Avãyjøvn gynv¤§v` Be‡b CmgvBj Be‡b †evLvix (in.)

⇒ আবু হুরায়রা কোন যুদ্ধের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন? কত হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন?

⇒ ইমাম মুহাম্মদ কে?

উ: ইমাম আবু হানিফা (র.) এর একজন ছাত্র।

মাও. আশরাফুল (রাজবাড়ি)

⇒ কোরআনে কত জন সাহাবীর নাম আছে?

D: 25 জন

⇒ ضربة زيدا এর বাংলা কী হবে?

D: আমি যায়েদ কে প্রহার করেছি।

⇒ اسماء مرفوعات منصوبات কত প্রকার?

মাও. আবু বকর (দিনাজপুর)

⇒ নাম

⇒ কোরআন ও হাদীসের পার্থক্য কী?

D: কুরআন আল্লাহর কালাম ও হাদীস হলো রাসূল (স.) এর কথা কাজ,

কুরআন ওহী হিসেবে নাজিল হয়েছে এবং হাদীস রাসূল (স.) এর জীবন চরিত্র দিয়ে সাজানো।

⇒ ওহী কত প্রকার?

D: 2 প্রকার وحى متلو এবং وحى غير متلو

⇒ **হাদীস** কোন প্রকার ওহীর ?

উ: গাইরে মাতলু।

⇒ কোরআন আগে নাকি হাদীস আগে?

উ: কোরআন আগে।

মাও. মাফিজ উদ্দিন (জামালপুর)

⇒ যাকাতের খাত কয়টি ও কী কী?

⇒ উ: যাকাত আদায়ের খাত আটটি। ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়ের কাজ করেন যিনি, নওমুসলিম, ক্রীতদাস মুক্তির জন্য।

⇒ ফকির ও মিসকিন এর মধ্যে পার্থক্য কী?

D: ফকির অর্থ অভাব গ্রস্থ যার সামান্য সম্পদ আছে। মিসকিন হলো নিঃস্ব, যার কিছু নাই।

মাওলানা শাহজালাল

⇒ সুদের আয়াত বলো?

উ:'যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা যাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে' (সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)।

সুদকে আল্লাহপাক হারাম করেছেন, কারণ সুদ অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঘুণে খাওয়া কাঠের মতো বিধ্বস্ত করে, একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ জমা হয়, অন্যদিকে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দিন দিন সর্বহারা হয়ে পড়ে। সুদের কারণে মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের শ্রেণীভেদ শুরু হয়। শুরু হয় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। অত্যাচার, জুলুম সীমা ছেড়ে যায়। চরিত্র ও সদ্ভাব-সম্প্রীতি, পারস্পরিক আস্থা, সহানুভূতি প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন' (সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৬)।

জামান (ঠাকুরগাও)

⇒ নাম

⇒ জেলা কেনো বিখ্যাত?

উ: সূর্যপুরী আমের জন্য বিখ্যাত।

⇒ সনদ কাকে বলে?

উ: রাবীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

⇒ হাদীস কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?

উ: হাদিস অর্থ প্রতিবেদন বা হিসাব। রাসূল সা. এর কথা কাজ এবং অনুমোদন কে হাদীস বলে। মূল বক্তব্য হিসেবে হাদিস তিন প্রকার। কাওলী, ফেলী, তাকরীরী।

মাও. আরিফ (বরগুনা)

⇒ আয়াতে মুতাশাবিহা কাকে বলে?

উ: যে আয়াতের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

⇒ রাসূল সা. কয়টি যুদ্ধে অংশ নেন?

উ: ২৭ টি।

⇒ উহুদের যুদ্ধের পর সন্ধি করা হয় তা সম্পর্কে বলুন?

উ: উহুদের যুদ্ধের পর হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়।এটি হলো মদিনা বাসী এবং কুরাইশদের মাঝে একটি চুক্তি যা দশ বছর মেয়াদি ছিল।

সহকারী ও ইবতেদায়ী মৌলভীর ভাইভা প্রস্তুতি

মাও. খালিদ হাসান (চুয়াডাঙ্গা)

⇒ নাম সম্পর্কে প্রশ্ন?

⇒ তুরস্কের সিরিজ থেকে মানুষ কী শিখতে পারে?

উ: এই সিরিজ থেকে ওসমানী সাম্রাজ্যে (মুসলিম) এবং বাইযেনটাইন (খ্রিস্টানদের) ইতিহাস জানা যায়।

⇒ কোরআন তেলওয়াত করুন।

মাও. সাদ্দাম (জামালপুর)

⇒ সহীহ ও মাওযু এর মাঝে পার্থক্য?

⇒ সহীহ হাদীস হলো সত্ রাবীদের অবিচ্ছিন্ন সনদ সম্বলিত হাদিস।আর যে রাবী ইচ্ছা করে নবীর নামে মিথ্যা রটনা করেছে বলে নিশ্চিত তাকে মাওযু হাদীস বলে।

⇒ মুসতালাহুল হাদীস কী?

⇒ উ: হাদীসের পরিভাষা (আরবি: مُصْطَلَحُ الحَدِيْث, প্রতিবর্ণীকৃত: মুসতালাহ আল-হাদীস) হল ইসলামের সে সকল পরিভাষা যেগুলো সাহাবী ও অনুসারী/উত্তরসূরীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ কর্তৃক ইসলামী নবী মুহাম্মাদের উপর আরোপিত বাণীসমূহের (হাদিস) গ্রহণযোগ্যতাকে নির্দেশ করে।

⇒ ভারত বর্ষে হাদীসের চর্চা শুরু হয় কখন?

D: 9 ম হিজরীতে

⇒ সাদ্দাম নামের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন । তিনি কে?

উ: ইরাকের সাবেক রাষ্টপতি।

রুবেল (ঠাকুরগাও)

⇒ বিশুদ্ধ হাদীস কিভাবে নির্নয় করবে?

উ: যে হাদীসের মাঝে ৫ টি শর্ত্ থাকে তাকে সহীহ হাদিস বলে। আদালত, যাবত ,ইত্তিসাল, শুযূয মুক্তো ,ইল্লাত মুক্তো।

⇒ বিদায় হজ্জের ভাষনে রাসূল (স.) কী বলেন?

উ: নবীজি (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন: হে লোক সকল! আল্লাহু তাআলা বলেছেন, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার।

মাও. মোস্তাফা (কুড়িগ্রাম)

⇒ মোস্তফা শব্দের তাহকীক কী হবে?

উ:

⇒ সিফাত কাকে বলে? কত প্রকার ?

উ: হরফের উচ্চারণ ভঙ্গিকে সিফাত বলে।

সিফাত প্রথমত দুই প্রকার।

(১) সিফাতে লাযিমাহ (২) সিফাতে আরিযাহ

⇒ আসমায়ে আফআল কয়টি?

⇒ উ: ওযন ও কাঠামোগত এসম হলেও এটি ফেল এর অর্থ্ দেয়। ইহা দুই প্রকার যথা

১. আমরে হাযেরের অর্থ্ দেয় ।

২. ফেলে মাজীর অর্থ্ দেয়।

⇒ আমেল মোট কয়টি

উ: ১০০ টি।

আ. রহমান (চাদপুর)

⇒ হাদীসের ইবারত বলুন?

⇒ চাদপুর কেনো বিখ্যাত?

উ: ইলিশের জন্য ।

⇒ হযরত আবু হুরায়রা কয়টি হাদীস বর্ণনা করেন?

উ: ৫৩৭৪ টি।

⇒ আবু হুরায়রা নামের ক্ষেত্রে আবু না হয়ে আবি কেন হলো?

উ: عن হরফে যার এর مجرور হওয়ার আবি হুরায়রা বলা হয়।

মাও. আজিজুর রহমান

⇒ কোরআন অর্থ কী?

উ: যাহা পঠিত হয়।

⇒ হাদীস কাকে বলে?

উ: রাসূল সা. এর কথা কাজ ও মৌন সমর্থন কে হাদিস বলে।

⇒ হাদীস কত প্রকার?

মাওলানা শাহজালাল

উ: তিন প্রকার।

⇒ আমি ৫ম গণ বিজ্ঞপ্তিতে ভাইবা দিতে এসেছি আরবি কি হবে?

উ:

⇒ আল্লাহর গুনাবলি কতটি?

উ: কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ৯৯ এর অধিক প্রায় ৪০০০ টি।

মাও. আব্দুল্লাহ

⇒ আমি ২০১৩ সালে ফাযিল শেষ করেছি আরবি?

উ:

⇒ মিরাজ সম্পর্কে আয়াত বলুন?

⇒ سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ .

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। -সূরা ইসরা (১৭) : ১

⇒ তাফসীর গ্রন্থ এর কয়েকটি নাম বলুন?

উ: তাফসীর ইবনে কাসীর , তাফসীরে জালালাইন ।

মাও. সোহান হাসান (চাঁদপুর)

⇒ নাম, জেলা

⇒ হাদীস এর খুটিনাটি।

উ: রাসুল (সঃ) এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা, কাজ এবং অনুমোদনকে হাদীস বলে।

মূল বক্তব্য হিসাবে হাদীস তিন প্রকার –

- **১) কাওলী হাদীস** : রাসুল (সঃ) এর পবিত্র মুখের বানীই কাওলী হাদীস।
- **২) ফিলী হাদীস:** যে কাজ রাসূল (সঃ) স্বয়ং করেছেন এবং সাহাবীগণ তা বর্ণনা করেছেন তাই ফিলী হাদীস।
- **৩) তাকরীরী হাদীসঃ** সাহাবীদের যে সব কথাও কাজের প্রতি রাসূল (সঃ) সমর্থন প্রদান করেছেন তাহাই তাকরীরী হাদীস।

রাবীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস তিন প্রকারঃ

- **১। খবরে মুতাওয়াতির:** যে হাদীস এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যাদেও মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব।

- **২। খবরে মাশহুর:** প্রত্যেক যুগে অন্তত: তিনজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন,তাকে খবরে মাশহুর বলে, তাকে মুস্তাফিজ ও বলে।
- **৩। খবরে ওয়াহেদ বা খবরে আহাদ:** হাদীস গরীব আজিজ এবং খবরে মাশহুর এ তিন প্রকারের হাদীদকে একত্রে খবরে আহাদ বলে, প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ বলে।

আযীয হাদীসঃ

যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত: দুজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন, তাকে আযীয হাদীস বলে।

গরীব হাদীসঃ

যে হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন। তাকে গরীব হাদীস বলে।

রাবীদের সিলসিলা হিসেবে হাদীস তিন প্রকারঃ

- ১। মারফু হাদীসঃ যে হাদীসের সনদ রাসুল(সঃ) পর্যন্ত পৌছাইয়াছে তাকে মারফু হাদীস বলে।
- ২। মাওকুফ হাদীসঃ যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছাইয়াছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।
- ৩। মাকতু হাদীসঃ যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছাইয়াছে তাকে মাকতু হাদীস বলে।

রাবী বাদ পড়া হিসাবে হাদীস দুই প্রকার।

- ১। মুত্তাছিল হাদীসঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা সর্বস্তরে ঠিক রয়েছে কোথা ও কোন রাবী বাদ পড়ে না তাকে মুত্তাছিল হাদীস বলে।
- ২। মুনকাতে হাদীসঃ যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতে হাদীস বলে।

মুনকাতে হাদীস তিন প্রকারঃ

- ১। মুরসাল হাদীস: যে হাদীসে রাবীর নাম বাদ পড়া শেষের দিকে অথাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।
- ২। মুয়াল্লাক হাদীস: যে হাদীসের সনদের প্রথম দিকে রাবীর নাম বাদ পড়েছে অথার্ৎ সাহাবীর পর তাবেয়ী তাবে তাবেয়ীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুয়াল্লাক হাদীস বলে।
- ৩। মুদাল হাদীস: যে হাদীসে দুই বা ততোধীক রাবী ক্রমান্বয়ে সনদ থেকে বিলুপ্ত হয় তাকে মুদাল হাদীস বলে।

বিশ্বস্ততা হিসেবে হাদীস তিন প্রকারঃ

- ১। **সহীহ হাদীসঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নাম, বর্ণানাকারীর বিশ্বস্ততা, আস্তাভাজন, স্বরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর কোনস্তরে তাদের সংখ্যা একজন হয়নি তাকে সহীহ হাদীস বলে।
- **২। হাসান হাদীসঃ** সহীহ সবগুনই রয়েছে, তবে তাদের স্বরণ শক্তির যদি কিছুটা দুর্বলতা প্রমাণিত হয় তাকে হাসান হাদীস বলে।
- **৩। যায়ীফ হাদীসঃ** হাসান, সহীহ হাদীসের গুন সমুহ যে হাদীসে পাওয়া না যায় তাকে যায়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসীঃ

"যে হাদীসের মুল বক্তব্য আল্লাহ সরাসরি রাসূল (সঃ) কে ইলহাম বা স্বপ্ন যোগে জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সঃ) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে।"

মুদাল্লাছ হাদীসঃ "যে হাদীসের সনদের দোষ ত্রুটি গোপন করা হয় তাকে মুদাল্লাছ হাদীস বলে।"

সুনানঃ হাদীসের ঐ কিতাবকে সুনান বলা হয় যা ফিকহ এর তারতীব অনুয়াযী সাজানো হয়েছে।

.

সুনানে_আরবায়াঃ (আবুদাউদ শরীফ+ নাসায়ী শরীফ+তিরমীযী শরীফ+ ইবনে মাজায় শরীফ) এই চার হাদীস গ্রন্থকে এক সাথে সুনানে আরবায়া বলা হয়।

মুসনাদঃ হাদীসের ঐ কিতাবকে বলা হয় যা সাহাবায়ে কিরামের তারতীব অনুয়াযী লিখা হয়েছে।

সহীহাইনঃ

বুখারী শরীফ ও মুসলীম শরীফকে এক সাথে সহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহি: ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে একই সাহাবী হতে যে হাদীস স্ব-স্ব প্রান্তে সংকল করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আল্লাইহি বলে।

জামেঃ যে গ্রন্থে হাদীস সমূহকে বিষয় বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যার মধ্যে আকাইদ ছিয়ার তাফসির আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাক ও মানাকিব এ আটটি অধ্যায় রয়েছে তাকে জামে বলা হয় যেমন জামে তিরমিযী

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ:

- ১। কাওলী
- ২। ফেলী
- ৩। তাকরীর
- রাবীদের সংখ্যা হিসেবে তিন প্রকার:
- ১। খবরে মুতাওয়াতের
- ২। খবরে মাশহুর
- ৩। খবরে ওয়াহেদ
- রাবীদের সিলসিলা হিসাবে তিন প্রকার :
- ১। মারফু
- ২। মাওকুফ
- ৩। মাকতু
- রাবীদের পড়া হিসেবে দুই প্রকার:
- ১। মুত্তাসিল
- ২। মুনকাতে
- বিশ্বস্ততা হিসেবে তিন প্রকার:
- ১। ছহীহ্
- ২। হাসান।
- ৩। জয়ীফ

⇒ **সালাম** বিষয়ে হাদীস বলুন

উ:৫৪৬১। উক্ববা ইবনু মুকরাম ও মুহাম্মাদ ইবনু মারযূক (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ "

⇒ মিসবাহ এর তাহকীক

উ:

⇒ লিখিত প্রশ্নের অনুবাদ

উ:

⇒ মুয়াল্লাকার বৈশিষ্ট্য

উ:

⇒ দাড়ি রাখার বিধান কী?

উ: এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর ইসলামিক স্কলারর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর সর্বনিম্ন পরিমাপ এক মুষ্টি। এক মুষ্টির পর দাড়ি কাটার অনুমতি আছে। কিন্তু এক মুষ্টির কমে দাড়ি কাটা অথবা মুণ্ডানো সম্পূর্ণ হারাম।

⇒ আমি ভোলা থেকে এসেছি আরবী?

⇒ افعال ناقصة কয়টি?

উ: ঐ **فعل কে فعل ناقص বলে, যা فاعل দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে না, বরং خبر - এর মুখাপেক্ষী থাকে।** আর এ কারণেই তাকে فعل ناقص বলা হয়। فعل ناقص মোট ১৩টি।

⇒ حروف مشبهة بالفعل কয়টি?

উ: হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল এর সংখ্যা: এর সংখ্যা ছয়টি। নিম্নে তা দেয়া হল--- ১/ ইন্না ২/ আন্না ৩/ কাআন্না ৪/ লাইতা ৫/ লাকিন্না ৬/ লাআ'ল্লা।

ফাতেমা (রাজশাহ)

⇒ নাম জিজ্ঞেস করলেন।

⇒ সার্টিফিকেট গুলো দেখলেন।

⇒ আফআলে নাকেসা কয়টি ও কী কী?

উ: ১৩ টি। كان، صار، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، ما برح، ما زال، ما فتئ، ما دام، و ليس انفك

⇒ আসমায়ে সিত্তাহ মুকাব্বারা গুলো বলেন?

উ: ৬টি যথা- আবুন, আখুন, হামুন, হানুন, ফামুন, যু।

সহকারী ও ইবতেদায়ী মৌলভীর ভাইভা প্রস্তুতি

মাও. আবদুল বাসেত (নওগা)

⇒ বাসেত অর্থ কী?

⇒ আসমায়ে সিত্তাতু মুকাব্বারা কয়টি ও কী কী?

উ: উ: ৬টি যথা- আবুন, আখুন, হামুন, হানুন, ফামুন, যু।

⇒ মাফউল কত প্রকার?

উ: মাফউল এর প্রকারভেদ: মাফউল পাঁচ প্রকার।

নিম্নে সংজ্ঞাসহ উল্লেখ করা হলো-----

১/ মাফউলে মুতলাক: ফে'ল এর পরে উক্ত ফে'ল এর মাসদার আসলে সেই মাসদারকে মাফউলে মুতলাক বলে।

২/ মাফউলে বিহি: কর্তা যা করে তাই মাফউলে বিহি।

৩/ মাফউলে ফিহি: যে ইসম দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান বুঝায়।

৪/ মাফউলে লাহু: যে মাসদার দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ বুঝায়।

৫/ মাফউলে মাআ'হু: যে ইসমটি মাআ' অর্থ প্রদানকারী ওয়াও এর পরে আসে।

⇒ মাজহাব কী?

উ: মাযহাব (আরবি: مذهب) হল ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এক একটি চিন্তাগোষ্ঠী ও চর্চাকেন্দ্র। নবী মুহাম্মদ (স.)- এর ইসলাম প্রচারের পর আনুমানিক প্রায় দেড়শত বছরের মধ্যে অনেক মাযহাবের উৎপত্তি হয়। সাহাবাদের মধ্যেও অনেকেই নিজস্ব মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে আছেন।

⇒ কোরআন হাদীস থাকতে মাজহাব মানবেন কেনো?

উ: যে সকল সমস্যার সমাধানের বিস্তারিত তালিকা কুরআন হাদীসে দেওয়া হয়নি, সেগুলোতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন নিজস্ব যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কুরআন-হাদিসে ইজতিহাদ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সে সিদ্ধান্ত ও মতকে উক্ত ইমামের মতও পথ বলা হয়। আর এই পথকেই শরয়ী পরিভাষায় মাযহাব বলা হয়।

বিশ্লেষণ:

একথা স্বতসিদ্ধ যে, কুরআন-হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধান বিধ্যামান। তবে সবগুলো সমস্যার সমাধানের বিস্তারিত তালিকা স্পষ্ট পেশ করা হয়নি। বরং কিছু সমস্যার সমাধান সম্পষ্ট ভাবে, কিছু সমস্যার সমাধান অস্পষ্ট ভাবে, আর কিছু সমস্যার সমাধান ইশারা-ইঙ্গিতে প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে এসব ইশারা ইঙ্গিত অনুধাবন করে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন বিজ্ঞ উলামাও এ উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত তৈরী হতে থাকবেন বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে পাকে এরশাদ করে গিয়েছেন। কুরআনের ভাষায় যাঁদেরকে "উলুল আমর" ও শরীয়তের পরিভাষায় 'মুজতাহিদীন, বলা হয়েছে। সকল মুজতাহিদীনে কেরাম নিজস্ব যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে ইজতিহাদ করে যে সিদ্ধান্তে উপনিত হন, সে সিদ্ধান্ত ও মতকে উক্ত ইমামের মত বা পথ বলা হয়। আর এ পথকেই শরীয়তের পরিভাষার মাযহাব বলা হয়।

সুতরাং এই অর্থে মাযহাব মানাকে শিরিক বলা হলে তাকে কি বলা হবে? মুজতাহিদ ইমামগণতো মনগড়া কথা বলেন না।

তাঁরা ইজতিহাদ করে কুরআন-সুন্নাহর জটিল বিষয়টির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উম্মতের জন্য কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার এক সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যা না হলে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা কোন ভাবেই সম্ভব হত না। আর মাযহাবের মাধ্যমেই কেবল কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব। মাযহাব মানা কোনো কালেই দূষনীয় ছিলনা। হাদীসের ছয় ইমামগণ, যাদেরকে মাযহাব অনুসারী লা মাযহাবী সবাই অনুসরণ করে, তাঁরাও কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসরণ করতেন, যথা: (লা-মাযহাবী) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বড় আলেম নবাব ছিদ্দিক হাসান খান ভূপালী তাঁর 'আল হিত্তা ফি যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ' নামক গ্রন্থে লেখেনঃ ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এরা সবাই শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী ছিলেন, ইমাম আবু দাউদ ছিলেন হাম্বলী অন্য মতে শাফেয়ী, শাইখ জিলানী ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনে কাইয়্যিম, মেশকাতের লেখক এরা সবাই হাম্বলী ছিলেন। শাইখ আব্দুল হক এবং শাইখ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ:) এরা ছিলেন হানাফী। প্রশ্ন হলো, মাযহাব মানা যদি শিরিক হয়, তবে কি যুগযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বগণ শিরক করেছেন? "নাউযুবিল্লাহ" সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ থাকতে মাযহাব মানতে হবে কেন? এই প্রশ্ন না করে বরং প্রচার করতে হবে কুরআন-সুন্নাহ মানতে হলে মাযহাব মানতে হবে।

মাও. আবু নাইম (যশোর)

⇒ মৌজার উপর মাসেহের মুদ্দত কতদিন? এবং হুকুম কী?

উ: মুকিম বা নিজ এলাকায় থাকা অবস্থায় এক দিন এক রাত অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত মোজার ওপর মাসেহ করা যায় এবং মুসাফির বা পরবাসে তথা সফরে (কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়ি বা কর্মস্থল থেকে ৪৮ মাইল বা ৭৭ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার পথে এবং সেখানে পৌঁছে ১৫ দিনের কম থাকার ইচ্ছা করলে তাঁকে মুসাফির হিসেবে ধরা হয়) থাকাকালীন তিন দিন তিন রাত ।

⇒ নামাজের ফরজ কয় ভাগে বিভক্ত?

উ: দুই ভাগে বিভক্ত। নামাজের ফরজ মোট ১৩টি। আহকাম ৭ টি। আরকান ৬ টি। নামাজের বাহিরের কাজগুলিকে আহকাম বলে।

⇒ প্রথমে আহকাম নাকি আরকান?

উ: আহকাম।

⇒ আসমায়ে মাজরুরাত কত প্রকার?

উ: দুই প্রকার।

মাও. জামাল উদ্দিন (সিলেট)

⇒ নাম

⇒ সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস কোন দেশে ?

উ: যুক্তরাষ্ট্র।

⇒ মুতার যুদ্ধের তিনজন সেনা কমান্ডারের নাম বলুন?

উ:যায়েদ বিন হারেস,জাফর বিন আবি তালেব, আবদুল্লাহ বিন রাওহা রা.

⇒ তিন জন সেনা কমান্ডার নিযুক্ত করার কারণ কী?

উ:

⇒ কোন সেনা প্রধান ঘোড়া নিয়ে সমুদ্র পার হয়?

উ: যায়েদ বিন হারেস।

⇒ শামায়েলে তিরমীজি কী?

উ: 'শামায়েলে তিরমিযী' বা 'শামায়েলে মুহাম্মদীয়্যাহ্' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাত সম্পর্কিত এমন এক অতুলনীয় গ্রন্থ, যাতে তাঁর যাপিত-জীবন ও সুন্নতসমূহকে অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

⇒ লেবাস সম্পর্কে একটি হাদীস বলুন?

উ: বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই তাঁর দুআয় বলতেন—

اَللّٰهُمَّ أَلْبِسْنَا لِبَاسَ التَّقْوٰى.

হে আল্লাহ, আমাদেরকে লিবাসুত তাকওয়া দান করুন। —মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৩০১৪

মাও. মো: ইউসুফ (কুষ্টিয়া)

⇒ **নাম**

⇒ হাদীস কাকে বলে?

উ: রাসূল সা. এর কথা কাজ ও মৌন সমর্থনকে হাদীস বলে।

⇒ সনদ কাকে বলে?

উ: ইসনাদ , (আরবি সনদ থেকে, "সমর্থন"), ইসলামে , কর্তৃপক্ষের একটি তালিকা যারা একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে (হাদিস) মুহাম্মদের একটি বিবৃতি, কর্ম বা অনুমোদন , তার একজনের সঙ্গী (সাহাবাহ), বা পরবর্তী কোন কর্তৃপক্ষের (তাবিঈ); এর নির্ভরযোগ্যতা একটি হাদীসের বৈধতা নির্ধারণ করে।

⇒ মতন কাকে বলে?

উ: মতন (متن) হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

⇒ জামে এর শর্ত কয়টি?

উ: হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ সম্বলিত বলে একে ‘জামি’য়’ বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। যে সকল হাদীস গ্রন্থে ১. আকিদা-বিশ্বাস ২. আহকাম ৩. আখলাক ও আদাব ৪. কুরআনের তাফসীর ৫. সীরত ও ইতিহাস ৬. ফিতনা ও আশরাত (বিশৃঙ্খলা ও আলামতে কিয়ামত) ৭. রিকাফ অর্থাৎ আত্বসুদ্ধি ৮. মানাকিব বা ফাজিলাত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল- জামি’ বলা হয়। ইমাম বুখারী (র) তার আল-জামে’ কে বিভিন্ন পর্ব হিসেবে সাজিয়েছেন যেমন: পর্ব (১): কিতাবুল ওয়াহী বা ওয়াহীর সূচনা, পর্ব (২): কিতাবুল ইমান বা ইমান (বিশ্বাস) ইত্যাদি। ইমাম বুখারী (র) এর আগে কেউ এরখম আল-জামি’ গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। এবং ইমাম বুখারী (রা) এর মতো কেউ

আল-জামি' কে সাজাতেও পারেনাই। ইমাম বুখারী (র) তার এই জামে' শব্দ দারা বুঝাতে চেয়েছেন যে তিনি এমন একটি কিতাব লিখতে চান যাতে ইসলামের সকল বিষয় সংযুক্ত থাকবে।

মাও. মোহাম্মদ আলী (কিশোরগঞ্জ)

⇒ ইউনেস্কোর পূর্ণরুপ বলুন?

উ: জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) বা ইউনেস্কো (UNESCO) জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা।

⇒ জাতিসংঘের পরিষদ কয়টি?

উ: জাতিসংঘের পরিষদ ৬ টি যথা:- সাংগঠনিকভাবে জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংস্থাগুলো হলো - সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, অছি পরিষদ ওআন্তর্জাতিক আদালত।

⇒ জাতিসংঘের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য কত জন?

উ: নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে স্থায়ী সদস্য ৫টি এবং অস্থায়ী সদস্য ১০টি দেশ।

⇒ ওজুর ফরজ কোরআনের আয়াত সহ বলুন?

উ: অজুর ফরজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থাৎ:'হে মুমিনেরা! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবে।' (সুরা-৫ মায়িদাহ, আয়াত: ৬)।

⇒ তায়াম্মুমের ফরজ কোরআনের আয়াত সহ বলুন?

উ: তায়াম্মুমে ফরজ তিনটিমহান আল্লাহর বাণী, 'এবং মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।'(সুরা-৫ মায়িদাহ, আয়াত: ৬)।

জোসনা আক্তার (ময়মনসিংহ)

⇒ কোথায় থেকে পড়াশোনা করেছেন?

⇒ কামিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে করেছেন?

উ:

⇒ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি কে?

উ: অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুল আলমকে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে আগামী চার বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছে সরকার

⇒ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কতটি?

উ: ১১ টি

⇒ আবদুল হামিদ কত তম প্রেসিডেন্ট?

উ: ২২ তম

⇒ সিহাহ সিত্তার নাম বলুন?

উ: বোখারী, মুসলীম, তিরমীযি, নাচায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ

⇒ জামে বলতে কি বুঝায়?

উ: অনারব মুসলিম জাতিসমূহে, "জামি" (একত্রিত হওয়া) শব্দটি প্রায়ই একই মূল থেকে আগত "জুমা" (আরবি: جُمُعَة, অনুবাদ 'সমবেত হওয়া, একত্রিত হওয়া') শব্দটির সাথে মিলিয়ে ফেলা হয় যা শুক্রবার দুপুরের প্রার্থনা (আরবি: صَلَاة الْجُمُعَة, প্রতিবর্ণীকৃত: ṣalāt al-jumu'ah) বা শুধু শুক্রবার (আরবি: يَوْم الْجُمُعَة, প্রতিবর্ণীকৃত

মাও. আল আমিন (সিরাজগঞ্জ)

⇒ নাম?

⇒ জেলা?

⇒ জেলার কয়েকটি বিখ্যাত জিনিসের নাম বলুন?

⇒ হাদীসে কুদসী ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য কী?

উ: হাদীসে কুদসী ও কুরআনুল কারীমের মধ্যে কিছু পার্থক্য :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট জিবরীল আলাইহিস সালাম কুরআনুল কারীম নিয়ে অবতরণ করেছেন, কিন্তু হাদীসে কুদসী তিনি লাভ করেছেন কখনো জিবরীল, কখনো ইলহাম, স্বপ্ন বা অন্য কোনো মাধ্যমে।

২. সম্পূর্ণ কুরআন মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত, কিন্তু হাদীসে কুদসী অনুরূপ নয়।

৩. কুরআনুল কারীমে ভুল অনুপ্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু হাদীসে কুদসীতে কখনো কোনো বর্ণনাকারী ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্ণনা করার সময় (অন্য হাদিসের মত) ভুল করতে পারে।

৪. সালাতে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা হয়, কিন্তু হাদীসে কুদসী তিলাওয়াত করা বৈধ নয়।

৫. কুরআনুল কারীম সূরা, আয়াত, পারা ও অংশ ইত্যাদিতে বিভক্ত, কিন্তু হাদীসে কুদসী অনুরূপ নয়।

৬. কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করলে সাওয়াব রয়েছে, কিন্তু হাদীসে কুদসীতে অনুরূপ তিলওয়াতের জন্য বিশেষ সওয়াব নেই।

৭. কুরআনুল কারীম কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য মু'জিযা।

৮. হাদীসে কুদসী আক্ষরিক অর্থ ব্যাতিরেকে শুধু ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ, কিন্তু কুরআনুল কারীমের ভাবকে কুরআন হিসেবে বর্ণনা করা বৈধ নয়; অনুরূপভাবে কুরআনের 'অর্থের' তিলাওয়াতও বৈধ নয়।

এগুলো হচ্ছে কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে কুদসীর মধ্যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য।

⇒ সহীহ হাদীস কী?

উ: সহীহ হাদীস হলো শুদ্ধ হাদীসঃ অত্যন্ত সৎ ও সুযোগ্য রাবীদের বর্ণিত অবিচ্ছিন্ন সনদসম্বলিত (মুত্তাসিল) হাদীস। উলুমুল হাদীসের পরিভাষায় সহীহ বলা হয় ঐ হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীরা আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শায বা ত্রুটিপূর্ণ নয়।

⇒ যয়ীফ হাদীস কী?

উ: পক্ষান্তরে তিনটি বিষয়ে 'অল্প যয়ীফ' হাদীস বলা বা আমল করা অনেকে অনুমোদন করেছেন: (১) কুরআনের 'তাফসীর' বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, (২) ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং (৩) বিভিন্ন নেক আমলের 'ফযীলত'-এর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নরূপ শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন:

(১) যয়ীফ হাদীসটি ''অল্প দুর্বল' হবে, বেশি দুর্বল হবে না।

(২) যয়ীফ হাদীসটি এমন একটি কর্মের ফযীলত বর্ণনা করবে যা মূলত সহীহ হাদীসের আলোকে জায়েয ও ভালো।

(৩) যয়ীফ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে বিশ্বাস করা যাবে না। এবং কোনোভাবেই তা আকীদা বা বিশ্বাসের জগতে প্রবেশ করবে না। যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একথা মনে করা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই একথা বলেছেন। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী ﷺ -এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে যদি সত্য হয় তাহলে এ সাওয়াবটা পাওয়া যাবে, কাজেই আমল করে রাখি। আর সত্য না হলেও মূল কাজটি যেহেতু সহীহ হাদীসের আলোকে মুস্তাহাব সেহেতু কিছু সাওয়াব তো পাওয়া যাবে।

(৪) এরূপ দুর্বল হাদীস নির্ভর কোনো আমল প্রকাশ্যে করা যাবে না; বরং একান্ত ব্যক্তিগতভাবে তা পালন করতে হবে।

মাও. আবু জর গিফারী (যশোর)

⇒ জেলা?

⇒ নাম সম্পর্কে ?

⇒ মুখস্ত সুরা বলুন অর্থ কী?

উ:

⇒ বিদআত কাকে বলে?

উ: বিদআত বলা হয় দ্বীন ও ইবাদতে নব আবিষ্কৃত কাজকে। অর্থাৎ দ্বীন বা ইবাদত মনে করে করা এমন কাজকে বিদআত বলা হবে, যে কাজের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কোন দলীল নেই। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "তোমরা (দ্বীন) নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" ৮১ (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

"যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন করল--- যা তাঁর মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" ৮২ (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যাক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয়।" বলা বাহুল্য, নব আবিষ্কৃত পার্থিব কোন বিষয়কে বিদআত বলা যাবে না। যেমন শরীয়াতে নিষিদ্ধ কোন কাজকে বিদআত বলা হয় না। বরং তাকে অবৈধ, হারাম বা মাকরূহ বলা হয়।

⇒ মিলাদ কী বিদআত?

উ: মিলাদ মাহফিল করা বিদআত। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে উবায়দীরা এ বিদআতের প্রবর্তন করে। বর্তমান ও পুর্বেকার সকল উলামায়ে কেরাম একে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যারা এ ধরণের বিদআতের প্রবর্তন করেছে ও আমল করেছে, উলামায়ে কেরাম তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই মিলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়। কারণ :

১ম কারণঃ যে সকল কুসংস্কারের ব্যাপারে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই; তার অন্যতম হল মিলাদ মাহফিল। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এ প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য, আমল বা সমর্থন পাওয়া যায় না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَآ ءأتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.(الحشر: 7)

অর্থঃ রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرجُواللهَ وَالْيَومَ الْاخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.(الأحزاب: 21)

অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের জীবনের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কিয়ামত দিবসে (মুক্তির) আশা করে। আর অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.(بخاري و مسلم)

অর্থঃ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করে যা এর অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।

২য় কারণঃ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্যান্য সাহাবীগণ মিলাদ মাহফিল করেননি। এমন কি তার দাওয়াতও দেননি, অথচ তারাই হচ্ছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .(أبو داود)&

অর্থঃ তোমাদের জন্য আবশ্যক আমার ও আমার পরবর্তী হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরা যেভাবে দাঁত দিয়ে কোন জিনিস দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধরা হয়। আর শরীয়তে নিত্য নতুন জিনিস আবিস্কার করা হতে বেঁচে থাক। কেননা সকল নবসৃষ্ট বস্তুই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।

৩য় কারণঃ মীলাদ মাহফিল করা বক্রতা সৃষ্টিকারী পথভ্রষ্টদের প্রথা। এ প্রথাকে সর্ব প্রথম ফাতেমী ও উবাইদী গোত্রের লোকেরা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে প্রবর্তন করে। তারা নিজেদেরকে ফাতেমা (রা) এর সাথে সম্পৃক্ত করে, যা অন্যায়, অযেŠক্তিক ও অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মূলতঃ তারা ইহুদী। কেউ বলেন, তারা অগ্নিপুজক, আবার কেউ বলেন, তারা মুলহিদীন বা নাস্তিক। তাদের প্রথম ব্যক্তি হল, মুইজুদ্দীন ওবায়দী। সে পাশ্চাত্যের অধিবাসী। সেখান থেকে সে ৩৬১ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিশরে আগমন করে এবং ৩৬২ হিজরী রমজান মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

এখন কোন বুদ্ধিমানের জন্য এটা কি উচিত হবে যে, সে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত ছেড়ে একজন ইহুদীর অনুসরণ করবে? (আদৌ নয়)।

৪র্থ কারণঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُم الإِسْلاَمَ دِيْنًا.(المائدة: 3)

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম ও আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের প্রচার করেছেন। জান্নাতে পৌঁছার সকল পথ ও জাহান্নাম হতে বাঁচার সকল উপায় উম্মতের সামনে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

একথা সকলের জানা যে, আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল নবীগণের সর্দার এবং তিনি সর্বশেষ নবী, পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। সুতরাং যদি মীলাদ মাহফিল দ্বীনের অংশ হতো আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হতো, তাহলে অবশ্যই তিনি তা উম্মতের জন্য বর্ণনা করতেন বা তাঁর জীবনে একবার হলেও আমল করে দেখাতেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَّدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَايَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. (مسلم)

অর্থঃ আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন তাদের সকলের উপর দায়িত্ব ছিল উম্মতকে ভাল কাজের দিক নির্দেশনা দেয়া ও অন্যায় কাজ হতে ভীতি প্রদর্শন করা।

৫ম কারণঃ মিলাদ মাহফিলের মত বিদআত আমলের আবিস্কারের মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনকে এ উম্মতের জন্য পরিপূর্ণ করেননি, তাই দ্বীনের পরিপূরক কিছু আবিস্কারের প্রয়োজন হয়েছে। তেমনি একথাও বুঝা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের জন্য কল্যাণকর সকল বিষয়ের তাবলীগ বা প্রচার করেননি। যে কারণে পরবর্তীতে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে শরীয়তে নতুন কিছু আবিস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়। এটা চুড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায় ও ভুল। এটা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অভিযোগ। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও বান্দাদের জন্য সকল নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন।

৬ষ্ঠ কারণঃ এ উম্মতের বড় বড় আলেমগণ কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে মীলাদ মাহফিলের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তারা বিদআত পরিহার করতে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করতে বলেন এবং কথা, কাজ ও আমলে তাঁর বিরোধিতা করা হতে সতর্ক করেন।

৭ম কারণঃ মীলাদ মাহফিলের দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালবাসা অর্জিত হয় না বরং তাঁর অনুসরণ ও সুন্নাত অনুযায়ী আমলের দ্বারা তা অর্জিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورُ رَّحِيْمٌ. (آل عمران: 31)

অর্থঃ)হে নবী(আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসার দাবি কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৮ম কারণ : মীলাদ মাহফিল, জসনে জুলুস ও ঈদে মিলাদুন্নবী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের উৎসবের সাদৃশ। আর ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে ও তাদের অনুসরণ করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।

৯ম কারণঃ সারাদেশে মিলাদ মাহফিলে অধিক হারে লোক সমাগম দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা কখনও প্রভাবিত হয় না। কেননা সঠিক ও সত্য হওয়াটা মানুষের আধিক্যতা দ্বারা বুঝা যায় না বরং শরীয়তের দলিলের মাধ্যমে বুঝা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ. (الأنعام: 116)

অর্থঃ যদি আপনি দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের অনুকরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَآأَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤمنين. (يوسف: 103)

অর্থঃ যদিও আপনি মনে প্রাণে চান তবুও অধিকাংশ লোক ঈমানদার নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبادِيَ الشَّكُور.(السبا: 13)

অর্থঃ আমার বান্দাদের কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।

১০ম কারণঃ শরয়ী নীতিমালার যে সকল ব্যাপারে মানুষ বাক-বিতন্ডা ও ঝগড়া করে, সে সকল বিষয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করা উচিৎ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّها الّذِينَ ءَامَنُوا اَطِيعُوا اللهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.(النساء: 59)

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ.(الشورى: 10)

অর্থঃ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি মীলাদ মাহফিলের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিক নির্দেশনার প্রতি ধাবিত হবে, সে জানতে পারবে, আল্লাহ তাআলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَآ ءأتَاكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (الحشر: 7)

অর্থঃ রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীলাদ মাহফিলের জন্য কাউকে নির্দেশ দেননি, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণও তা কখনও করেননি। সুতরাং মীলাদ মাহফিল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা নব্যসৃষ্ট বিদআত।

১১তম কারণঃ সোমবার সিয়াম পালন শরীয়ত সিদ্ধ। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোমবারের সিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, ذلِكَ يَوْمٍ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَيَوْمَ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَي فِيْهِ. (مسلم) অর্থঃ এটা এমন দিন যে দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, আমি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছি অথবা আমার প্রতি সেদিন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ হল সোমবার সিয়াম পালন করা, তবে এ উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল করা বৈধ নয়।

১২তম কারণঃ ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা গর্হিত ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর অন্যতম। আর তা বুঝা যায় এ ধরণের মাহফিলে উপস্থিত হওয়া দ্বারা। এ ধরণের গর্হিত কাজের কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। মীলাদে অংশগ্রহণকারীদের রচিত অধিকাংশ কবিতা ও স্তুতিমূলক বাক্যগুলোতে শিরকী ও বাড়াবাড়িমূলক কথা পাওয়া যায়। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে বলেন,

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُه. (بخاري)

অর্থঃ তোমরা আমার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রীষ্টানরা ইবনে মারইয়ামের প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

২। মীলাদ মাহফিলে অনেক ক্ষেত্রে হারাম কাজ হয়ে থাকে। যেমন নারী-পুরুষ মিলেমিশে বসা, গান-বাদ্য করা, মদ-গাজা সেবন ইত্যাদি। আর কখনও কখনও এতে শিরকে আকবরও সংঘটিত হয়। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বা অন্য কোন অলীর কাছে সাহায্য চাওয়া, আল্লাহর কিতাবের অসম্মান করা, কুরআনের মজলিসে ধূমপান করা ইত্যাদি। মীলাদের দিনগুলোতে উচ্চস্বরে মসজিদে জিকির করা ও সুর করে শরীয়ত পরিপন্থী কবিতা আবৃত্তি করা। যা হক্কানী আলেমগণের ঐকমত্যে শরীয়ত সম্মত নয়।

৩। মীলাদ মাহফিলে আরো কিছু গর্হিত কাজ সংঘটিত হয়। যেমন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মের ঘটনা আলোচনা কালে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ান এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তিনি এ মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন। তাই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। আর এ সবই চরম ভ্রান্তি ও মূর্খতা, যা নিন্দিত। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের পূর্বে কবর থেকে বের হবেন না। কোন লোকের সাথে সাক্ষাত করবেন না, কোন সম্মেলনে উপস্থিত হবেন না। বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত নিজ কবরে অবস্থান করবেন। আর তাঁর রুহ ইল্লিয়্যিনের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর প্রভুর কাছে সম্মানিত স্থানে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

ثُمَّ إِنَّكم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُون، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.(المؤمنون:15-16)

অর্থঃ এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. (مسلم)

অর্থঃ আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা, সর্ব প্রথম কবর থেকে উত্থিত ব্যক্তি, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গৃহিত হবে।

উক্ত আয়াত, হাদীস এবং এ জাতীয় আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে বুঝে আসে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য মৃতদের ন্যায় মৃত। তিনি কিয়ামতের দিন কবর থেকে উত্থিত হবেন।

আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে বায বলেন, এ বিষয়ে সমস্ত আলেমের ঐকমত্য রয়েছে, এতে কারো মতবিরোধ নেই।

⇒ আর রহমান ও রহিম এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উ: আর-রহ'মান ও আর-রহী'ম নামের মাঝে পার্থক্য

(এক)

সূরা আল-ফাতিহার তিন নাম্বার আয়াতঃ

ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

"যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু।" সূরা আল-ফাতিহাঃ ৩।

অত্র আয়াত থেকে আমরা আল্লাহ সুবহা'নাহু তাআ'লার দুইটি সুন্দরতম নাম জানতে পারিঃ

(১) ٱلرَّحۡمَٰنِ - পরম করুণাময়।

(২) ٱلرَّحِيمِ - অতি দয়ালু।

রহ'মান এবং রহী'ম নামের উৎস (রহ'ম বা দয়া) এক হলেও এই দুইটি নামের অর্থের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম বলেছেন 'রহীম'-এর তুলনায় 'রহমান'-এর মধ্যে মুবালাগা (অতিরিক্ততাঃ রহমত বা দয়ার ভাগ) বেশী রয়েছে। আর এই জন্যই বলা হয় যে, 'রাহমানাদ্দুনিয়া ওয়াল-আখিরাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়া ও আখেরাতে রহমকারী। দুনিয়াতে তাঁর রহমত ব্যাপক; বিনা পার্থক্যে কাফের ও মুমিন সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, আখেরাতে আল্লাহ তাআ'লা কেবল 'রহীম' হবেন। অর্থাৎ তাঁর রহমত কেবল মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট হবে, কাফেররা তাঁর দয়ার কোন অংশ পাবে না। (আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দয়ার অন্তর্ভুক্ত করুন!) (আ-মীন)

(দুই)

আল্লাহ সুবহা'নাহু তাআ'লা "রহমানুর রহীম" আবার একই সাথে তিনি "আহকামুল হাকিমিন" বা সর্বোত্তম ন্যায় বিচারক। তিনি যাকে ইচ্ছা রহম করে তার গুনাহ মাফ করে দিবেন, জান্নাতে চিরস্থায়ী সুখের জীবন দান করবেন, যাকে ইচ্ছা তার কৃত কর্মের কঠোর শাস্তি ভোগ করাবেন। আল্লাহর রহমত দ্বারা কাফির ব্যক্তি দুনিয়াকে সাময়িক সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে কিন্তু আখিরাতে তিনি কাফিরদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করবেন না। বরং তাদের কৃত কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

(১) আল্লাহ সুবহা'নাহু তাআ'লা বলেন,

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغۡفِرَةٖ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"আর নিশ্চয় আপনার রব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুলুম সত্ত্বেও, আর নিশ্চয় আপনার রব্ব কঠিন শাস্তিদাতা।" সূরা আর-রা'দঃ ৬।

(২) আল্লাহ সুবহা'নাহু তাআ'লা আরও বলেন,

غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوۡبِ شَدِيدِ ٱلۡعِقَابِ ذِي ٱلطَّوۡلِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ إِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ

"তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবূলকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন।" সূরা আল-গাফিরঃ ২।

⇒ সুরা নাস ও ফালাক এর প্রেক্ষাপট বলুন?

উ: এই সূরার আমল করলে যাদুটোনা বা অন্যের অনিষ্ট থেকে হেফাযতে থাকা যায়। সূরা দুটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল হল, হুদাইবিয়ার ঘটনার পর লাবীদ ইবনে আসাম এবং তার কন্যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি কিছুটা কষ্ট অনুভব করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যাদুকরের নাম এবং কোথায়, কিভাবে যাদু করা হয়েছে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। চিরুনী ও চুলের সাহায্যে যাদু করা হয়, যা যারওয়ান কূপের তলদেশে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অসুস্থতার সময় প্রশ্নোক্ত সূরাদ্বয় নাযিল হয়েছে। সূরা দুটি নাযিল হওয়ার পর ফেরেশতাদের বিবরণ অনুযায়ী ওই কূপ থেকে তা তুলে আনা হয়। অতপর ওই সূরা দুটি পড়ে গিরা খুললে তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সূরা দুটি পড়লে অনিষ্ট ও যাদু থেকে হেফাযতে থাকা যায়। হাদীস শরীফে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তা পড়ার গুরুত্ব এসেছে। এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস ও এই দুই সূরা পড়বে সে সকল বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

⇒ বিদায় হজ্বের ভাষণ থেকে শিক্ষা গুলো কী কী?

উ: বিদায় হজের ভাষণ: তাৎপর্য ও শিক্ষা

মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মানুষে-মানুষে খুনোখুনি বন্ধ করতে বলেন। সুদের কুফল, বর্ণবৈষম্যের ভয়াবহতা এবং স্বজনপ্রীতির বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন। জাহিলি যুগের কুপ্রথা ও মন্দ মানসিকতা পরিহার করার প্রতি বিশেষ জোর দেন।

ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানুষের অধিকার ও মুক্তি নিশ্চিত করতে এবং সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এই ভাষণের তাৎপর্য অনস্বীকার্য। হজ ফরজ হওয়ার পর মহানবী (সা.) দশম হিজরিতেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র হজ পালন করেন। এ হজ ইতিহাসে বিদায় হজ নামে পরিচিতি লাভ করে। কারণ, এর পরের বছরই মহানবী (সা.) নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। হাদিসে এসেছে, কাতাদা (রহ.) বর্ণনা করেন: আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসুল (সা.) কয়বার হজ করেছেন?' তিনি বললেন, 'একবার।' (বুখারি: ১৭৭৮)

বিদায় হজ চলাকালে, ৯ জিলহজ বিকেলে আরাফাতের ময়দানে এবং ১০ জিলহজ কোরবানির সময় লক্ষাধিক সাহাবির সামনে কয়েকবার বক্তব্য পেশ করেন মহানবী (সা.)। এই বক্তব্যগুলোই ইতিহাসের পাতায় বিদায় হজের ভাষণ হিসেবে স্থান করে নেয়। মহানবী (সা.)-এর দৃঢ় আশঙ্কা ছিল—এটিই তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ এবং তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিমদের সর্বশেষ বিশ্ব সম্মেলন। তাই জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে জাতির সামনে ইসলামের সারাংশ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন তিনি। ঐতিহাসিক এ ভাষণ মহানবী (সা.)-এর নবীজীবনের উপসংহার এবং মানবজাতির মুক্তির সনদ।

সেদিন ভাষণ শেষে ভাবের আতিশয্যে তিনি নীরব হয়ে যান। ঐশী আলোয় আলোকদীপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর চেহারা মোবারক। তখনই নাজিল হয় পবিত্র কোরআনের আয়াত—'আজ তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সুরা মায়েদা: ৩)

সহিহ মুসলিমে এসেছে, জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সা.) লোকদের উদ্দেশে দেওয়া সেই ভাষণে বললেন, 'তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য তেমন মর্যাদাপূর্ণ—যেমন তা তোমাদের এই দিনে, তোমাদের এই মাসে এবং তোমাদের এ শহরে মর্যাদাপূর্ণ। সাবধান! জাহিলি যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পদতলে। জাহিলি যুগের রক্তপণের দাবিও বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আমাদের বংশের রবিআ ইবনে হারিসের ছেলের রক্তপণ বাতিল করছি। সে শৈশবে বনু সাআদে দুগ্ধপোষ্য ছিল, হুজাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহিলি যুগের সুদও বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আমাদের বংশের আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করছি। তার সমস্ত সুদ বাতিল।

নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছ। তোমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য হলো, তারা যেন তোমাদের ঘরে তোমাদের অপছন্দের লোকদের স্থান না দেয়। এমনটি করলে তাদের মৃদু শাস্তি দাও। আর তোমাদের কর্তব্য হলো, তাদের ন্যায়সংগত ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিশ্চিত করা। তোমাদের জন্য আমি একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; তা হলো পবিত্র কোরআন।' এরপর বললেন, 'আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তোমরা কী বলবে?' তাঁরা বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেব—আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।' তারপর তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, 'হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো।' কথাটি তিনবার বললেন।' (মুসলিম: ৩০০৯)

মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মানুষে-মানুষে খুনোখুনি বন্ধ করতে বলেন। সুদের কুফল, বর্ণবৈষম্যের ভয়াবহতা এবং স্বজনপ্রীতির বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন। জাহিলি যুগের কুপ্রথা ও মন্দ মানসিকতা পরিহার করার প্রতি বিশেষ জোর দেন। নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। সাম্যের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ইনসাফভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতার চর্চার আদেশ দেন।

তাকওয়া ও মানবতাবিরোধী সকল কাজ পরিহার করে একনিষ্ঠ হয়ে কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলেন।বিদায় হজের ভাষণে উম্মাহর ঐক্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, জেনে রেখো, তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রেখো, অনারবের ওপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবের ওপরও অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোরও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি?' উপস্থিত সাহাবিরা বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন।' (মুসনাদে আহমদ: ২৩৪৮৯)

বিদায় হজের ভাষণ মহানবী (সা.)-এর জীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ ভাষণের যথার্থ অনুসরণ আদর্শ সমাজ ও জাতিগঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

⇒ সুরা বাকারাহ এর প্রেক্ষাপট বলুন?

উ: কুরআনের প্রত্যেকটা সূরার রয়েছে আলাদা আলাদা নাম, প্রেক্ষাপট ও নাযিলের পটভূমি। কোন সূরা বড়, কোন সূরা মধ্যম আবার কোন কোন সূরা খুব ছোট। এভাবেই আল্লাহ বৈচিত্রময় করে বিভিন্ন ছোট বড় সূরা দিয়ে সাজিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কুরআনের কোন সূরা হতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে হলে পাঠকের অবশ্যই সূরার নাম করণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট ও তার পটভূমি জানতে হবে। তানা হলে জ্ঞানের অপূর্ণতা থেকে যাবে। আজ আমরা কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা সূরা আল বাকারা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

নাম ও নাম করণের নিয়ম: একটি সূরার বিভিন্ন উপায়ে নামকরণ করা হয়েছে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূরার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত কোনো শব্দকেই সূরার নাম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আবার কোন কোন সময় সূরার শিক্ষাকে সামনে রেখে নামকরণ করা হয়েছে । এছাড়া এমন নামও পাওয়া যায় যা সূরার অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়নি অথচ অন্য একটি শব্দ দিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে, যেমন সূরা ফাতিহা। ফাতিহা শব্দটি এ সূরার কোথাও উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে সূরা বাকারার এক জায়গায় গাভীর নাম এবং গাভী নিয়ে একটি চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ থাকার কারণে বাকারা নামকরণ করা হয়েছে। বাকারাহ অর্থ গাভী ।

নাযিলের সময়কাল : সূরা বাকারার সম্পূর্ণ অংশই মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাদীনার প্রথম যুগে যে সব সূরা সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। এ বিষয়ে সকল ওলামায়েকেরাম একমত। এর মধ্যে এক হাজার সংবাদ, এক হাজার আদেশ এবং এক হাজার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

নাযিলের প্রেক্ষাপট : হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবলমাত্র মক্কায় । তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত । এখন হিজরাতের পরে মদিনার ইহুদিরা মুসলমানদের সামনে এসে গেল । তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো । ইহুদিরা তাওহীদ, রিসালাত, অহী , আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত । নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন । কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল । তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল যা তাওরাতে এগুলোর কোন ভিত্তি ছিল না । তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যা দ্বীনের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না । তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের মনগড়া কথা মিশিয়ে দিয়েছিল । শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে ফেলেছিল ।

লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিস্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল । তাদের উলামা,মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল । নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, যার ফলে কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের জন্য তারা প্রস্তুতি ছিল না । যখনই কোন আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল । এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম । দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি , দ্বীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি , দলাদলি , বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি , আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল । এমন কি তারা নিজেদের আসল 'মুসলিম'নামও ভুলে গিয়েছিল । নিছক 'ইহুদি' নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ।

আল্লাহর দ্বীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল । কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌছার পর ইহুদিদেরকে আসল দ্বীনের দিকে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়ে সূরা বাকারা নাযিল করলেন। এ সূরায় তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দ্বীনের মূলনীতিগুলো তাদের

সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে লোক দেখানো আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে , সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন কোন জিনিস যথার্থ তা গুরুত্বের সাথে সূরা বাকারায় তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াত সংখ্যা : এটি কুরআনের সর্ব বৃহৎ সূরা যার আয়াত সংখ্যা রয়েছে ২৮৬ টি। এর শব্দ হচ্ছে ছয় হাজার দু'শ' একুশটি এবং এতে অক্ষর আছে পঁচিশ হাজার পাঁচশ'টি।

পড়ার ফজিলত : সূরা বাকারা পড়ার মধ্যে রয়েছে অনেক বরকত ও ফজিলত। সূরা বাকারা পাঠ করার জন্য হুজুর সা: উৎসাহিত ও তাগিদ দিয়েছেন এবং পাঠ না করা দুর্ভাগ্য ও অনুতাপের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন নবী করিম সা: ইরশাদ করেন, তোমরা সূরা বাকারা বেশি বেশি পাঠ করো। কারণ এই সূরা পাঠ করলে বরকত লাভ হয় ও পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে, কোনো জাদুকরের জাদু কখনো তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না (বুখারি)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না, যে ঘরে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পাঠ করা হয় সেখানে শায়তান প্রবেশ করতে পারে না।' (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ১/২১২, ৫৩৯, মুসনাদ আহমাদ ২/২৮৪, ৩৩৭, জামি' তিরমিযী ৫/২৮৭৭, নাসাঈ ৫/১৩/৮০১৫। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন) আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ্ আল বাক্বারার দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে, সে রাতে উক্ত ঘরে শায়তান প্রবেশ করেনা। আর সে আয়াতগুলো হলো উক্ত সূরার প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, তার পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং সবশেষের তিনটি আয়াত। অন্য বর্ণনায় আছে যে, শায়তান সে ঘরে ঐ রাতে যেতে পারে না এবং সেদিন ঐ বাড়ীর লোকদের শায়তান অথবা কোন খারাপ জিনিস কোন ক্ষতি করতে পারে না।

এ আয়াতগুলো পাগলের ওপর পড়লে তার পাগলামীও দূর হয়ে যায়। (দারিমী ২/৩২২) সহীহুল বুখারীতে রয়েছে, 'উসাইদ ইবনু হুজাইর (রাঃ) একবার রাতে সূরাহ্ বাকারাহ পাঠ করেন। তাঁর ঘোড়াটি, যা তাঁর পার্শ্বেই বাঁধা ছিলো, হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করে। তিনি পাঠ বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আবার তিনি পড়তে আরম্ভ করলে ঘোড়াও লাফাতে শুরু করে। তিনি পুনরায় পড়া বন্ধ করেন এবং ঘোড়াটিও স্তব্দ হয়ে থেমে যায়। তৃতীয় বারও এরূপই ঘটে। তাঁর শিশু পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়ার পাশেই শুইয়ে ছিলো। কাজেই তিনি ভয় করলেন যে, না জানি ছেলের আঘাত লেগে যায়। সুতরাং তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে, ঘোড়ার চমকে উঠার কারণ কি? সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি শুনতে থাকেন ও বলতে থাকেনঃ 'উসাইদ! তুমি পড়েই যেতে! 'উসাইদ (রাঃ) বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তৃতীয় বারের পরে প্রিয় পুত্র ইয়াহ্ইয়ার কারণে আমি পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি মাথা আকাশের দিকে উঠালে ছায়ার ন্যায় একটি জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পাই এবং দেখতে দেখতেই তা ওপরের দিকে উত্থিত হয়ে শুন্যে মিলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'তুমি কি জানো সেটা কি ছিলো? তাঁরা ছিলো গগণ বিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় ফিরিশতা। তোমার পড়ার শব্দ শুনে তাঁরা ত্রস্তপদে নিকটে এসেছিলো। যদি তুমি পাঠ বন্ধ না করতে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এরকমই থাকতো এবং মাদীনার সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একটি ফিরিশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতো না। সহীহুল বুখারী ৮/৫০১৮, সহীহ মুসলিম ১/২২৪/৫৪৮, মুসনাদ আহমাদ ৩/৮১। ফাতহুল বারী ৮/৬৮০)।